Appointed by the Senate

THE

CALCUTTA UNIVERSITY

FOR

THE EXAMINATIONS

OF

1863.

Part I. For Entrance.
Part II. For First Examination in Arts.
Part III. For B. A. Examination.

উইলিয়ম্, এস্, সিটন্ কার্ সাহেব

মহোদয় সমীপেষু

সাদরসম্ভাষণম্

রাজপুরুষগণের মধ্যে আপনি বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে এবং বঙ্গদেশবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে, আপনি একান্ত যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব আপনার উদ্দেশেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি উৎসর্গীকৃত হইল। ভারতবর্ষবাসীদিগের জগদীশ্বরের নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা এই, যেন আপনার মত সকল রাজপুরুষেরাই এ দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, ভারতভূমির মঙ্গল বিধানে সঙ্কল্প করেন।

প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজি পর্য্যন্ত এদেশস্থ অনেকেই ইংলণ্ডের বল, বীর্য্য, সাহস, পরাক্রম, সমৃদ্ধি, মাহাত্ম্য ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে কিছু মাত্র জানেন না; অধিক কি ইংরেজেরা কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন, ইহাও অনেকে বিদিত নহেন। এই সকল অবগত না থাকায় মধ্যে মধ্যে নানা অনর্থ ঘটিয়া

শুদ্ধিপত্র।

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	১২	পীড়িত।	পীড়িত
৭৯	১	ইহার	ইহারা
৮৪	৪	‘বিধান	‘বিধান’
৯৮	১৭	কুইন্স্ বেঞ্চ্ নামক	কুইন্স্ বেঞ্চ্ ও কমন্ প্লিস্ নামক
১০২	৫	অপরাধে	অপরাধ
১৩৪	১২	জননী; কজনক	জনক, জননী ;
১৪০	১	স্বত্বঘাতকের	স্বত্বঘাতে
১৩৪	১৩	সেই সমুদায়ের	সেই সমুদায় স্বত্ব বিষয়ক অপকারের
১৪৬	১৬	প্রকাশ	প্রচার
১৩৬	১৭	হানি হয়, ও	হানি হয়, অথবা হানি হইবার, কিংবা

১৪৭ । ১৫	করিলে কর,	করিলে, এবং থর তাহাতে বাস্তবিক কোন হানি না হইলে,
১৫৮ । ১৩	তাহাতে	তাহাকে
১৫৯ । ১৪	নিহ্ববাপহার	নিহ্নবাপহার
১৬৪ । ১২	কমন্ প্লিস্	কুইন্স্ বেঞ্চ
১৭৪ । ৭	সেই থানে	সুতানটী রক্ষিত করিবার নিমিত্ত
১৭৪ । ১১	কলিকাতার	সেণ্ট্ পিটর্সবর্গ ভিন্ন কলিকাতার
১৯৫ । ৫	বরুক	করুক

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

প্রথম প্রস্তাব।

শিষ্য।—আর্য্য! দুর্জ্জয় ইংরেজ জাতি ক্রমে ক্রমে সমুদায় পৃথিবী জয় করিতেছে। শুনিয়াছি, পৃথিবীর এমন স্থানই নাই যেখানে ইংরেজদের নাম কর্ণগোচর হয় না। পৃথিবীস্থ সকল জাতিই ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলে। ইহাদের প্রতাপ ভারতবর্ষের সকল স্থানেই ব্যাপিয়াছে। আপনিই আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন, যে পৃথিবীর আদি অবধি আজি পর্য্যন্ত অনেক জাতিই আপনাদের লোককে অগ্রগণ্য করিয়াছিল, কিন্তু কেহই ইংরেজদের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। ইহারা (কে?) কোথা হইতে আসিয়াছে? কিরূপে ইহাদের এত শ্রীবৃদ্ধি হইল

গুরু।—তোমার বিদিত আছে, পৃথিবীর স্থলভাগ পাঁচ মহাখণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে ইউরোপ এক মহাখণ্ড। তুমি ইহাও জান যে ঐ মহাখণ্ড ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে উত্তর পশ্চিমদিকে স্থিত; এবং তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

ডেন্মার্ক, যাহাকে এদেশে তিনামারের দেশ বলে।

বেল্‌জিয়ম্।

হলণ্ড, যাহাকে এদেশে ওলন্দাজের দেশ বলে।

প্রুশিয়া।

স্পেন্ ও পোর্টুগেল।

ফ্রান্স, যাহাকে এদেশে ফরাসীদের দেশ বলে।

সুইট্জর্লণ্ড, এখানে অনেক পর্বত; তাহাকে পর্বতের দেশ বলিলেই হয়।

জর্মানি, যাহাকে [illegible] জর্মানদের দেশ বলে।

অষ্ট্রিয়া

রুশিয়া।

ইটেলী, এদেশেই রুম নগর।

তুরুক।

গ্রীস।

ইহাদের মধ্যে রুশিয়া, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া এই চারিটী সকলের প্রধান। ইউরোপের পরিমাণফল ৩৮ লক্ষ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ২৫ কোটি। ইহার মধ্যে রুশিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড়; রুশিয়া ইউরোপের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য।—কই, ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের নাম করিলেন না?

গুরু।—যদিও ইংলণ্ড ইউরোপের দেশ বলিয়া পরিগণিত, তথাপি ইউরোপের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই, এরূপ বলা যায়। এক সমুদ্রশাখা ইংলণ্ডকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপের উত্তর পশ্চিম কোণে আটলাণ্টিক মহাসাগরের গর্ভে [illegible] দ্বীপপুঞ্জ নামে কতকগুলি দ্বীপ আছে, [illegible] সমুদায় [illegible] আকার অধিক [illegible]

রাজ্যকে গ্রেট্‌ব্রিটন্ ও আয়র্লণ্ডের সংযুক্ত রাজ্য, অথবা সংক্ষেপে ব্রিটিস সাম্রাজ্য কহে। এ রাজ্যকেই আমাদের দেশের লোকেরা সচরাচর 'বিলাত' বলিয়া থাকে।

একটী সমুদ্র শাখা আয়র্লণ্ডকে ব্রিটন দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ব্রিটন দ্বীপটী পূর্ব্বোক্ত সমুদায় দ্বীপ অপেক্ষা বৃহৎ। ব্রিটন তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত—ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স্। ইহার মধ্যে স্কট্‌লণ্ড সর্ব্বোত্তর। স্কট্‌লণ্ডের সকল স্থানের ভূমি এক রূপ নহে, তাহাদের আকারের অনেক ভেদ আছে। এই নিমিত্ত স্কট্‌লণ্ড দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, উন্নত ও নিম্ন অঞ্চল। মধ্য ভাগ, পশ্চিম ভাগ, এবং উত্তর-পশ্চিম ভাগকে উন্নত অঞ্চল কহে। উন্নত অঞ্চলের ভূমি পাষাণময় বন্ধুর এবং পর্ব্বতময়। বঙ্গদেশের লোক এবং রাজপুত প্রভৃতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমের লোক, ইহাদের যেরূপ প্রভেদ, স্কট্‌লণ্ডের উন্নত অঞ্চলের লোক এবং নিম্ন অঞ্চলের লোক, তাহাদেরও সেই রূপ প্রভেদ। আমা- [illegible] স্কট্‌লণ্ডদেশীয় যে সকল সৈন্য দেখিয়াছ

এখানে আর স্বতন্ত্র রাজা নাই। কিন্তু রাজা স্বতন্ত্র নয় বলিয়া তুমি ইহা মনে করিয়া রাখিও না, যে ইংলণ্ডের ও স্কট্‌লণ্ডের আইন এক। স্কট্‌লণ্ডের অনেক আইন ইংলণ্ডের আইন হইতে ভিন্ন। স্কট্‌লণ্ডের পূর্ব্ব রাজাদের রাজধানী এডিন্‌বরা নগরে ছিল।

স্কট্‌লণ্ডের দক্ষিণে ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের অধিবাসী দিগকেই ইংরেজ বলে, এবং ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়েল্‌স। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স এই তিনের মধ্যে ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বড়, স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ড অপেক্ষা ছোট, ওয়েল্‌স আবার স্কট্‌লণ্ড অপেক্ষা ছোট। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ড নামেই পরিচিত। তাহাদের পরস্পর অধিক প্রভেদ নাই। ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড অপূর্ব্ব স্থানে স্থাপিত। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র, মধ্যস্থলে ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড। ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরস্থ ভূমি করাতের দাঁতের ন্যায় আঁকা-বাঁকা বা দন্তুর, এই সকল স্থানে অসংখ্য বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পরিমাণ ফল ৫৮,৩২০ বর্গ মাইল; অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় [illegible]।

সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়; সেফিল্ডে ছুরী কাঁচী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; নটিংহামে জরি প্রভৃতির কাজ হয়; নরউইচে তুলা পশম আদি মিশ্রিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়; লিবরপুল এবং ব্রিষ্টল ইহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দর। প্লিমথ্ ও পোর্টস্মথ এই দুই স্থানে প্রায় সমুদয় জাহাজ থাকে।

শিষ্য।—মহাশয় যাহা যাহা বলিলেন, আমি সমুদয় অভিনিবেশ করিয়া শুনিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমার কৌতুক নিবৃত্তি হইয়াছে। এখন এই কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি প্রতি-দিন গঙ্গাতে অসংখ্য জাহাজ দেখিতে পাই। শুনিয়াছি, ইহার মধ্যে অনেক বাণিজ্য জাহাজ। ইংরেজদের বাণিজ্য কি অতিশয় বিস্তৃত?

গুরু।—শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যে কেহই ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর এমন স্থানই নাই, যেখানে ইংরেজ বণিকদের গতিবিধি নাই। সমুদ্রের সর্ব্ব স্থানেই ইংরেজদের বাণিজ্য জাহাজ দৃষ্টিগোচর হয়। ইংরেজের বহির্বাণিজ্য যেরূপ বহু বিস্তৃত, অন্তর্বাণিজ্যও সেই রূপ। বাণিজ্যে ইংলণ্ডের কিরূপ সমৃদ্ধি

হইয়াছে শুনিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। বৎসরে বৎসরে ইহাদের দেশে প্রায় ৬৮৭ কোটি টাকার সামগ্রী আমদানি, এবং ৯২২ কোটি টাকার সামগ্রী রপ্তানি হয়। ক্রমাগত ৩৭,৮০০ বাণিজ্যপোত ইহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে, এবং অন্যূন ২,৮৮,০০০ জন লোক জাহাজে নিযুক্ত আছে। কেবল বাণিজ্য হইতেই ইংরেজদের এত সমৃদ্ধি একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

শিষ্য।—মহাশয়, ইহাদের বাণিজ্যের কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ইহারা যেরূপ বলশালী, সেইরূপ কর্মদক্ষ। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে পৃথিবীর কোন জাতি কোন কালেই ইহাদের অপেক্ষা অধিক বাণিজ্য-প্রিয় হয় নাই, এবং বাণিজ্য হইতেই আপনাদের এরূপ ঐশ্বর্য্য করিয়া তুলে নাই। ভারতবর্ষবাসিদিগের তো কথাই নাই। আমাদিগের পিতামহেরা আমাদিগকে সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বলিতে পারি

না, ইহাতে তাঁহাদের কি অভিপ্রায় ছিল। ইংলণ্ডেরাই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই শ্লোকার্দ্ধের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। হায়! কত কালে আমরা উঁহাদের মত বাণিজ্যপ্রিয় হইব, এবং সকল কার্য্যে নিপুণ হইয়া উঁহাদের মত আপনাদের দেশকে প্রধান বলিয়া গণ্য করিব।

শিষ্য। উঁহাদের কথা যত শুনিতেছি, ততই আমার কৌতুক বৃদ্ধি হইতেছে। উঁহাদের দেশে বিদ্যাচর্চ্চা কি রূপ, জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়।

গুরু।—ভারতবর্ষে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয় এবং ইংলণ্ডে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয় এই দুই তুলনা করিয়া দেখিলে শরীরে আর জ্ঞান থাকে না। ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোকেই বিদ্যার ফল গ্রহণ করিয়াছে, আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই মূর্খ হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক আপনাদের পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য সবিশেষ যত্ন পায়, আমাদের দেশে অনেকেই বিদ্যাকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন না, এবং সেই নিমিত্ত আপনাদের সন্তানগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য চেষ্টা পান না।

ইংলণ্ডের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু মাত্র সাহায্য না লইয়া অসংখ্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে; আমাদের দেশে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যাহা কিছু আছে সকলি প্রায় গবর্ণমেণ্টের। তুমি কহ, দেশের আর কোন নাই, এসব কথা মনে করিলে কেবল আপনার মনে আপনি কষ্ট পেতে হয়।

ইংলণ্ডে কি ধনবান্ কি দরিদ্র, কি মধ্যাবস্থ, সকলেরই বিদ্যা শিক্ষার উপায় আছে। দেশের লোকদিগকে বিদ্যা দান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যত চেষ্টা পান, দেশের লোকেরা তাহা অপেক্ষা অধিক যত্ন পায়। ইংলণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ। প্রতি পল্লীতেই এক একটী বিদ্যালয় আছে, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

ইংলণ্ডে বিদ্যালয় সমূহের এবং ছাত্রবর্গের সংখ্যা শুনিলে তুমি একেবারে চমকিত হইবে। শুদ্ধ ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অন্তর্গত কালেজ সকল বাদ দিলেও, ৭৭,১০১ বিদ্যালয় দৃষ্টি গোচর হয়, এবং বার্ষিক ২ কোটি ৮০

লক্ষ অধিবাসীর মধ্য হইতে ৪৬ লক্ষ ব্যক্তি ঐ সমস্ত পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করে। ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে জগন্মান্য পাঁচটী প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের লোকেরাই তাঁহাদের গৌরব করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে বড় বড় পণ্ডিত আছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের এমন শাখা প্রশাখাই নাই, যাহাতে ইংরেজ পণ্ডিতেরা হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা আপনাদের গ্রন্থাকারে যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তত দিন তাহারাও থাকিবে।

শিষ্য।—আর্য্য! এখানে আপনাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড এই তিন লইয়া ব্রিটন সাম্রাজ্য। এই তিনের কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা আছে, না তিনেরই এক ভাষা? এই তিনেরই ভাষাকে কি ইংরেজী ভাষা বলে, না কেবল ইংলণ্ডের ভাষাকেই ইংরেজী কহে?

গুরু।—ইংলণ্ড দেশের ভাষাকেই ইংরেজী কহে; এবং ব্রিটন সাম্রাজ্যের সমুদয় পুস্তক ইংরেজী ভাষায় লিখিত। কিন্তু স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ওয়েল্‌সের অনেকেই সচরাচর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, তাহা প্রচলিত ইংরেজী ভাষা নহে, তাহাদিগকে এক এক স্বতন্ত্র ভাষা বলিলেও বলা যায়। যদিও সেই সব ভাষা ইংরাজী হইতে অধিক বিভিন্ন নয়, তথাপি এই তিন দেশবাসী কোন ব্যক্তি কথা কহিলে সে কোন্ দেশের লোক ইহা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট বুঝা যায়।

শিষ্য।—আর্য্য! যাহা যাহা আপনার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতিশয় আগ্রহ সহকারে সেই সমুদয় শ্রবণ করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে যথাধিক প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে ইংরেজদের স্বদেশীয় শাসন-প্রণালী জানিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

গুরু।—ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী জানিতে গেলে, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত [illegible] নিতান্ত আবশ্যক। [illegible]

গেলে অনেক সময় লাগিবে, অতএব ইংলণ্ডের ইতিহাস ঘটিত দুই চারিটী সার কথা বলিয়া দিব।

প্রথমে সেল্ট নামে এক জাতি ইংলণ্ডে বাস করে। যিশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী রুম দেশের প্রধান সেনাপতি যুলিয়স্ সিজার রুম দেশের সেনাগণ সমভি-ব্যাহারে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। এই সময়ে ইংলণ্ড দেশবাসীরা অতিশয় অসভ্য ছিল। তখন ইহারা উলঙ্গ থাকিত; কেহ বা পশুচর্ম্ম পরিধান করিত, এবং সকলেই সর্ব্বদা আপনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিত। তখন ইহারা লাঠী বর্সা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। ইংলণ্ডে তখন পৌত্তলিকতা অতিশয় প্রবল ছিল। ইংলণ্ডের অনেক স্থান জয় করিয়া যিশুখ্রীষ্ট জন্মের ৪৪৮ বৎসর পরে (বা সংক্ষেপে ৪৪৮ খ্রীঅব্দে) রুম দেশীয়েরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যায়। রুম দেশীয়েরা প্রস্থান করিলে পর, জর্ম্মান দেশের উত্তর হইতে স্যাক্সন নামে এক জাতি আসিয়া, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ইংলণ্ড

জয় করিয়া সাতটী ক্ষুদ্র রাজ্য ইহাতে স্থাপন করিল। কালক্রমে স্যাক্সন অধিপতি এগ্‌বর্ট ৮২৮ খ্রীঅব্দে সেই সাতটী রাজ্যকে সংযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। স্যাক্সন রাজ্যের জরা উপস্থিত হইলে, দিনামারেরা ইংলণ্ডে আসিয়া অনেক সংগ্রাম জয় করিয়া বহুকষ্টে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিল। কিন্তু স্যাক্সনেরা দিনামারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পুনর্ব্বার আপনারা রাজত্ব করিতে লাগিল। ১০৬৬ খ্রী অব্দ পর্য্যন্ত স্যাক্সনদিগের রাজত্ব ছিল। ঐ বৎসর ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত নরমেণ্ডী দেশের অধিপতি, 'বিজেতা' উপাধিধারী উইলিয়ম্ হেষ্টিংস ক্ষেত্রের যুদ্ধে স্যাক্সনদিগকে পরাভূত করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হন। এবং কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এক্ষণে যে সব ইংরেজ দেখিতে পাও তাহাদের শরীরে পূর্ব্বকথিত স্যাক্সন, দিনামার, এবং নরমান্‌দিগের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বাস্তবিক এক্ষণকার ইংরেজ জাতি এবং রোমীয়দিগের

অধিকার সময়ের ইংরেজ জাতি এক নহে। এক্ষণকার ইংরেজ জাতি এক বিমিশ্র জাতি। স্যাক্সন, দিনামার এবং নরমানেরা মিশ্রিত হইয়া এই জাতি উৎপন্ন করিয়াছে।

ইংলণ্ড বিজয়ের পর নিম্ন লিখিত শাসন-প্রণালী ঘটিত কয়েকটী প্রধান প্রধান ঘটনা হইয়াছিল। ১২০০ খ্রীঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড দেশে উলিয়ম রাজার বংশোদ্ভব উইলিয়ম্ হইতে সপ্তম রাজা জন নামে এক জন অতি দুরন্ত ভূপতি হন। তিনি অতিশয় প্রজা পীড়ন করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। তাঁহার যাহা স্বেচ্ছা হইত তিনি তাহাই করিতেন। তাঁহার অধিকার সময়ে প্রজাদিগের ধন প্রাণ মান কিছুই রক্ষা হইত না। প্রজারা তাঁহার আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্ত ইংলণ্ড দেশের সমুদয় সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ তাঁহার বিপক্ষে এক ষড়্যন্ত্র করিল, এবং রনিমিড্ নামক স্থানে ১২১৫ খ্রী অব্দের ১৯ এ জুন তারিখে জন্‌কে ধরিয়া ম্যাগ্নাচার্টা নামক এক সনন্দ পত্রে

জানের স্বাক্ষর করিয়া লইল। সেই অবধি জান্ ও তাঁহার পর যে সকল রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাজত্ব করিতে পারেন না। এই মহাসনন্দ পত্র খানি ইংরেজদের স্বাধীনতার মূল স্বরূপ। ইংরেজেরা ইহাকে স্মরণ করিলে আনন্দে গদ্গদ হয়।

শিষ্য।—মহাশয়, আমি আপনার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। জন্ দেশের রাজা ছিলেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। আপনি যে সনন্দ পত্রের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মানের লাঘব হইয়াছিল। তাহা হইলে, তিনি প্রজাদের কথায় সম্মত হইলেন কেন, এবং কেনই বা আপনার লাঘব স্বীকার করিয়া ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

গুরু।—বহুকাল অবধি ইংরেজদের দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে, যে প্রজাদের সম্মতি না হইলে, রাজা প্রজার উপর কর নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। রাজা যত কেন দুর্দান্ত হউন না,—যত কেন দৌরাত্ম্য করুন না,—তিনি

কখনই এই রীতি অতিক্রম করিতে পারেন না—সুতরাং অন্ততঃ যুদ্ধ আদির সময়, বা টাকার প্রয়োজন হইলে, রাজাকে প্রজাগণের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিতে হইত, এবং তাঁহাদের অনুমতি লইয়া রাজস্ব আদায় করিতে হইত। জনের টাকার বড় প্রয়োজন ছিল তিনি অতিশয় ব্যসনাসক্ত ছিলেন, এবং মিছা সংগ্রামে লিপ্ত হইতেন, সুতরাং টাকা না হইলে তাঁহার কোন মতেই চলিত না। তিনি যত কেন উপদ্রব করুন না, প্রজাগণের সাহায্য না লইয়া তাঁহার এক পা চলিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু প্রজাগণ তাঁহার দৌরাত্ম্যে অতিশয় পীড়িত ও বিরক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি জন পূর্ব্বকথিত ম্যাগ্নাচার্টা নামক মহাসনন্দ পত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহারা কোন মতে তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ করিবে না। জন অনেক কৌশল করিলেন, তাহারা কিছুতেই সম্মত হইল না। অধিকন্তু প্রজারা আবার সমরের উদ্যোগ করিতে লাগিল। জন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, এ সময় অন্য কোন উপায়

না দেখিয়া তাঁহাদের কথায় সম্মত না হইয়া আর কি করেন। অগত্যা নতশির হইয়া ম্যাগ্না চার্টাতে দস্তখত করিলেন।

বৎস! তোমার মুখভঙ্গী দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে আমি যাহা বলিলাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। এক্ষণে ইংরেজদের ইহা দ্বারা কি লাভ হইল তাহা বলি শুন।

জন ম্যাগ্নাচার্টায় স্বাক্ষর করিলেন, এবং রাজভাণ্ডার ধনে পরিপূর্ণ করিলেন কিন্তু ম্যাগ্নাচার্টা অনুসারে কার্য্য করিতে তিনি, ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কোনমতেই সম্মত নন। সুযোগ পাইলে তাঁহারা ম্যাগ্নাচার্টার নিয়ম সকল ভঙ্গ করিতে কোন মতেই ত্রুটি করিতেন না। পরে অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর ইংলণ্ডবাসী লোকেরা নিম্ন লিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগের ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের পুত্রেরা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে তাহা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে।

গুরু।—অত উতলা হইও না। আমি যাহা বলি, মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার ভ্রম দূর হইবে। আদ্যোপান্ত সমুদয় শুনিয়া যদি কিছু সংশয় থাকে বলিও, বুঝাইয়া দিব।

ইংলণ্ডের রাজা, প্রজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একবাক্য হইয়া আইন প্রস্তুত করেন। একবাক্য না হইলে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

রাজা ও পার্লেমেন্টের কথা এক এক করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা হইলে ইংরেজদের শাসন-প্রণালী কি রূপ অদ্ভুত, তাহা বুঝিতে পারিবে।

ইংলণ্ড দেশে রাজপদ পুরুষানুক্রমিক, অর্থাৎ সিংহাসনস্থ রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজার পুত্র ও কন্যা দুই থাকিলে, কন্যা রাজ্য না পাইয়া পুত্র রাজ্য পাইবেন, এবং একাধিক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক মরিয়া গেলে [illegible]

পারে না। রাজার ন্যায় তাঁহার শরীরও অলঙ্ঘ্য। তাঁহার পরিবারস্থ লোক স্বতন্ত্র এবং তাঁহার সমুদয় স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী আছে।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজার অব্যবহিত উত্তরাধিকারী যুবরাজ; তাঁহাকে "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স" বলে। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শরীরকেও কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স" বলিয়া খ্যাত হন।

রাজার জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধান রাজকুমারী; তাঁহার শরীরকেও কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাঁহার ভ্রাতাগণের ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের অবর্ত্তমানে তিনিই মহারাণী নামে খ্যাত হন।

রাজপরিবারের অন্য কাহারও কিছু বিশেষ স্বত্ব নাই। রাজ্যের অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণ অপেক্ষা রাজার পুত্রগণের মান অধিক।

"রাজপরিবারের বিবাহ আইন" নামে যে এক আইন প্রচলিত হয় তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজ-[illegible] বৎসরের ন্যূন রাজার সম্মতি [illegible]

পাইলে রাজপরিবারের কেহই বিবাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাদের বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক, তাঁহারা যদি পার্লেমেণ্ট কর্তৃক নিবারিত না হন, তবে রাজা অথবা পার্লেমেণ্টের অনুমতি না লইয়াও বিবাহ করিতে পারিবেন। যদি পার্লেমেণ্টের অনভিমতে রাজপরিবারের কোন ব্যক্তি বিবাহ করেন, তাহা হইলে যাহারা সেই বিবাহ সময়ে উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইবে। যে সকল রাজকন্যার বিদেশীয় রাজপরিবারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের সন্তান-গণের সহিত ঐ আইনের সম্পর্ক নাই।

শিষ্য।—রাজার কি কি বিশেষ ক্ষমতা তাহা শুনিলাম। কিন্তু রাজা আইন প্রস্তুত করিতে পারেন না। পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভার আদেশ অনুসারে প্রস্তুত হয়; রাজা কেবল আইন অনুসারে কার্য্য হইল কি না তাহারই তত্ত্বাবধারণ করেন, এই সকল কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। রাজার অসাধারণ ক্ষমতা এই যে আমার সংস্কার ছিল, তাহার সম্পূর্ণই বিপ-রীত দেখিতে পাই। ইংলণ্ডে রাজা আবার স্বয়ং

কোন কার্য্য করিতে পারেন না ; মন্ত্রিরাই সমুদয় রাজকার্য্য করেন। তবে মন্ত্রিদিগকে রাজা না বলিয়া প্রকৃত রাজাকে রাজা বলিবার প্রয়োজন কি, ইহা বুঝা আমার বুদ্ধির অসাধ্য। সে যাহা হউক, অগ্রে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করি, পরে যাহা আমার বক্তব্য আছে বলিব। মহাশয়! এখন পার্লেমেণ্টের বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভায় সমুদায় আইন প্রস্তুত হয়। পার্লেমেণ্ট দুই সমাজে বিভক্ত। সম্ভ্রান্ত-সমাজ ও প্রাকৃত-সমাজ। শেষোক্ত সমাজের কথা পরে বলিব, এখন সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা কিছু বলি।

স্মরণ করিয়া দেখ, আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডের এখন আর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পার্লেমেণ্ট নাই; স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ড ইংলণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভা এখন ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ড এই তিনের আইনই প্রস্তুত করে।

সম্ভ্রান্ত-সমাজে ও প্রাকৃত-সমাজে এই তিন দেশের প্রতিনিধিগণ উপবেশন করেন। উক্ত দেশত্রয় সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে ও স্কট্‌লণ্ডে এক এক স্বতন্ত্র পার্লেমেণ্ট ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহাদের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীরা ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টে সম্ভ্রান্ত সভায় উপবেশন করে, এবং সামান্য লোকদিগের প্রতিনিধিগণ প্রাকৃত-সভায় উপবেশন করে।

তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কাহাকেও সম্ভ্রান্ত পদবী দিতে রাজারই ক্ষমতা, আর কাহারও নাই। তিনি মনে করিলে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্ভ্রান্ত করিতে পারেন। ইংলণ্ডে তিনি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত সৃজন করিতে পারেন; স্কট্‌লণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে কিন্তু সেরূপ নহে।

এস্থলে তোমার একটী ভ্রম সংশোধন করিয়া দি। ইংলণ্ডে যাহাদের টাকা আছে, তাহারাই সম্ভ্রান্ত নয়। রাজা যাহাকে সম্ভ্রান্ত করিবেন, তিনিই সম্ভ্রান্ত। আমাদের দেশেও যেমন টাকা থাকিলেই 'রাজা' পদবী পায় না, সেই রূপ ইংলণ্ডেও টাকা থাকিলেই সম্ভ্রান্ত হয় না।

পার্লেমেণ্টের সম্ভ্রান্ত-সমাজে ইংলণ্ডের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ, ও প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত যাজকগণ এবং স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রেরিত কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও যাজকগণ আসন গ্রহণ করেন। ৩০ জন সম্ভ্রান্ত যাজক এবং ৪০৭ জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সমুদায়ে ৪৩৭ জন সম্ভ্রান্ত এই সভার সভ্য। ইংরাজীতে এ সমাজকে "হাউস্ অব্ লর্ডস্" বলে। এই সমাজের সভাপতিকে ইংরেজীতে,ইহার "স্পিকর্" কহে। "লর্ড চান্সলর্" অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান মোহর রক্ষক ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজার প্রধান অমাত্য,এই সভার সভাপতি বা স্পিকর্। এই সমাজে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কোন বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া তাহার নিষ্পত্তি করেন।

কোন বিষয়ে সম্মতি বা অসম্মতি দান করিতে হইলে সম্ভ্রান্তগণ হয় স্বয়ং আসিয়া সম্মতি দেন; তাহা না হইলে আপন আপন সম্মতি বা অসম্মতি সূচক পত্র পাঠাইয়া দেন।

এই অবসরে তোমাকে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ ঘটিত দুই চারিটী কথা বলিয়া দি।

সম্ভ্রান্তগণ যখন ইচ্ছা দেশের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন; এবং আপনার বক্তব্য বিষয় বলিতে পারেন। যে সকল আইন কেবল সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদিগকে স্পর্শে, তাহার নিষ্পত্তি সম্ভ্রান্ত সভাতেই হয় আর কোথাও হয় না। সম্ভ্রান্তদিগের উপাধি ঘটিত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, রাজা সম্ভ্রান্ত-সমাজের সভ্যদিগকে তাহার নিষ্পত্তির ভার দেন। ঋণের জন্য কেহ সম্ভ্রান্তদিগকে কারাবদ্ধ করিতে পারে না। কোন এক জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী রাজদ্রোহ ও উৎকট অপরাধ প্রভৃতি কোন গর্হিত কর্ম্ম করিলে এই সমাজেই তাঁহার দণ্ড হয়। আবং মকদ্দমার শেষ আপিল্ এই সম্ভ্রান্ত সমাজেই হয়।

সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা বলিলাম। এখন প্রাকৃত-সমাজের কথা বলি শুন। প্রাকৃত সমাজকে ইংরাজীতে "হাউস্ অব্ কমন্স্" বলে। এই সমাজে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও যাজক ভিন্ন অন্যান্য প্রজাগণের প্রতিনিধিরা উপবেশন করেন। প্রাকৃত সমাজই

রাজ্যের প্রধান অঙ্গ। এই সমাজের অসাধারণ ক্ষমতা। রাজস্ব ঘটিত যত কিছু আইন এই সমাজে প্রস্তুত হয়। প্রজাগণের উপর কর-নির্দ্ধারণ ইহারা না করিলে আর কেহই করিতে পারে না। যদি এই সভা রাজার মুখস্বরূপ মন্ত্রিগণের রাজকার্য্য ঘটিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইহারা রাজ্যে টাকা আদি যাহা কিছু সর্‌বরাহ করিতে হয় সমুদয় রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। রাজা, রাজমন্ত্রিগণ, ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ সমুদয়কেই ইহাদের ভয় করিয়া চলিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রেরিত ৫০০, স্কট্‌লণ্ডের প্রেরিত ৫৩, এবং আয়র্লণ্ডের প্রেরিত ১০৫ সমুদয়ে ৬৫৮ জন প্রজাগণের প্রতিনিধি; এই সমাজের সভ্য। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময় নির্দ্ধারিত আছে। সেই সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাউণ্টি বা শায়েরে এবং গ্রাম বা নগর নিবাসী লোকেরা আপনাদিগের প্রতিনিধি বাছিয়া লয়। সকল প্রজারই কিন্তু প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা নাই। যাহাদের নির্দ্ধারিত স্থাবর অস্থাবরাদি বিষয় আছে, তাহা-

যাই প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে আপনা-
দের সম্মতি প্রকাশ করিতে পারে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে
প্রতিনিধি বাছিবার সময় মহা গোলযোগ হইত,
এবং যে যে স্থানের প্রতিনিধি আবশ্যক, সে
বিষয়েও অনেক গোল ছিল। ১৮৩২ সালে
“রিফর্ম্ বিল” অর্থাৎ সংস্কারপত্র নামে এক
আইন প্রচারিত হইয়া অনেক গোল কমিয়া
গিয়াছে।

আমি তোমাদের এই মাত্র বলিয়াছি যে, সকল
লোকে প্রতিনিধি বাছিয়া লইতে পারে না।
যাহাদের বৎসরে অন্ততঃ ২৫০ টাকা উপস্বত্বের
পৈতৃক ভূমি আছে, তাহারা এবং অন্য লোকদি-
গকে প্রতিনিধিরূপে বরণ করিতে পারে। যাঁহারা
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ নামক বিশেষ উপাধি
পাইয়াছেন, তাঁহাদের কিছু মাত্র বিষয় না থাকি-
লেও তাঁহারা বরণ করিতে পারেন। [illegible]
ও [illegible] কাহারও প্রতিনিধি বাছিয়া
লইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু [illegible]
[illegible]
প্রতিনিধি বাছিয়া লইতে [illegible]

যাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে কম, তিনি সভ্য হইতে পারেন না। যিনি মিথ্যা শপথ করেন, প্রমাণ হইয়াছে, যিনি বিদেশী, যিনি শুল্ক বা মাশুল আদি আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত আছেন, যিনি ডাকঘরের অথবা পুলিশ সংক্রান্ত কর্মচারী, যিনি সম্ভ্রান্ত ভূস্বামি পদস্থ, এবং যিনি ঘুষ লন প্রমাণ হইয়াছে, তাঁহারা সভ্য হইতে পারেন না।

সকল ব্যক্তিই প্রতিনিধি রূপে মনোনীত হইতে পারেন। কিন্তু নিম্ন লিখিত কয়েকটী দোষের মধ্যে একটী দোষ থাকিলেও কোন ব্যক্তিই প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হইতে পারে না। বিদেশী, পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক, যাজক বা পাদরী, উৎকট ফৌজদারি মকদ্দমায় অপরাধী, রাজবিরুদ্ধ আচরণকারী, ঘুষখোর, যে সমস্ত রাজকর্মচারিগণের উপর প্রতিনিধিদিগকে পার্লেমেণ্টে পাঠাইবার ভার আছে, যাহারা রাজস্ব আদায় করে, যাহারা রাজ সরকারে পেন্সন পায়, এবং যাহারা গবর্ণমেণ্টে মাল যোগায়, এই সকল লোক প্রতিনিধি হইতে পারে না।

সে বিষয়ের কথা আর উত্থাপিত হয় না। কিন্তু যদি অসম্মতি দাতাদের সংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে তাহা আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কোন আইন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হয়। যদি প্রাকৃত সমাজের কোন সভ্য সেই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে প্রাকৃত সমাজে তাহা প্রথম বার সকলের সমক্ষে পঠিত হয়। যদি সম্ভ্রান্ত সভার কোন সভ্য সেই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাহা সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রথমবার পঠিত হয়। প্রথম বার পাঠ হইবার পর যদি অধিকাংশ লোক তাহাকে অসম্মতি দেন, তাহা হইলে আর তাহার কথা উত্থাপিত হয় না। তাহা না হইলে আবার দ্বিতীয় বার পঠিত হয়, সেবারও যদি তাহাতে অধিকাংশ লোকের সম্মতি হয়, তাহা হইলে এক কমিটী নিযুক্ত হয়, এবং তাহাতে সেই বিবেচ্য বিষয়ের আন্দোলন হয়। কমিটিস্থ অধিকাংশ লোক তাহাতে সম্মতি দিলে সর্ব্ব-সমক্ষে তাহা তৃতীয় বার পঠিত হয়। সে বার যদি অধিকাংশ লোকের তাহাতে মত হয়, তাহা হইলে সে সমাজে তাহা

আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরে তাহা অপর সমাজে প্রেরিত হয়। সেখানেও আবার ঐ রূপ সমুদয় হয়। তাহাতে সভার মত হইলে, ঐ পাণ্ডুলেখ্য রাজার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হয়। রাজা সম্মতি দান করিলে, তাহা আইন বলিয়া প্রচারিত হয়।

এক পার্লেমেণ্ট সাত বৎসরের ঊর্দ্ধ আর অধিক দিন থাকিতে পারে না। এরূপ মনে করিও না, যে এই সাত বৎসর কাল বরাবর পার্লেমেণ্ট সভাগৃহে অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। আবার কতক দিন পরে সেই পার্লে-মেণ্টের সভ্যেরা ভূপতিকর্ত্তৃক আহূত হইয়া একত্রে উপবেশন করেন।

তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে রাজা সম্রান্তদিগের সভায় আসন গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত পার্লেমেণ্টসভা ভঙ্গের এবং অন্য পার্লেমেণ্টসভ্যগণের একত্রীকরণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত আছে।

রাজ্যের এই তিন প্রধান অঙ্গ; সম্রান্ত সভা, প্রাকৃত সভা ও রাজা। তোমার মনে দৃঢ় রূপে

অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য আমি পুনর্ব্বার বলি-তেছি, যে এই তিন একবাক্য না হইলে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

শিষ্য।—আর্য্য! আমি আদ্যোপান্ত শুনি-য়াছি; ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যে কিরূপ চমৎ-কার তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি। রাজ-শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রজার মঙ্গল। আইন প্রস্তুত করণের ভার এবং আইন অনুসারে কার্য্য হইল কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ, এই দুই ভার এক জনের উপর থাকিলে সেই উদ্দেশ্য সাধ-নের অনেক ব্যাঘাত সম্ভাবনা; কারণ যে ব্যক্তির উপর এই দুই ভার আছে, তিনি যদি অতি নিষ্ঠুর হন, তাহা হইলে তিনি নিষ্ঠুর আইন প্রস্তুত করিবেন, প্রজার মঙ্গলের উপর কিছু মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না, এবং তাহাদের ভাল হউক বা মন্দ হউক সেই সকল আইন অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবেন না; কিন্তু ইংলণ্ডে আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; প্রজারা অনুমতি না দিলে কোন আইনই প্রচা-রিত হয় না।

ফলে তিন প্রকার শাসন-প্রণালী সম্ভব। রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্র। রাজতন্ত্রে রাজা যথেচ্ছাচার হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, কেহই তাঁহাকে বারণ করিতে পারে না। সাধারণতন্ত্রে প্রজাগণ একত্র হইয়া আপনাদের মঙ্গল বিধান করে; তাহাদের এক জন নির্দ্দিষ্ট প্রধান নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্রে সম্ভ্রান্তগণ একত্র হইয়া রাজ্যশাসন করেন। এই তিন শাসন প্রণালীতে অনেক দোষও আছে, অনেক গুণও আছে। উল্লিখিত প্রত্যেক তন্ত্রের লোকেরা কেবল আপনাদিগের পক্ষ টানিতে পারে, এবং অন্য সকলকে উৎসন্ন দিতে পারে। ইংলণ্ডে কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইংলণ্ডে তিনই আছে, তিনই নাই। এখানে উপরি উক্ত তিন শাসন-প্রণালীর যে সকল গুণ আছে, তাহা রক্ষিত হইয়াছে, এবং দোষ সকলের খণ্ডন হইয়াছে। কারণ তিনের ঐকমত্য না হইলে কোন কার্য্যেরই নিষ্পত্তি হয় না। আর ইংলণ্ডে রাজা যেমন হউন না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; তিনি যদি অতি বিচক্ষণ ও দয়ালু হন, তাহা

শুভঙ্কর সর্ব্বপ্রকারে সক্ষম, দুরাত্মা হইলে কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই। সকল প্রজাগণই স্বভাবতঃ রাজাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে, ইংলণ্ডে তাহাও সুসম্পন্ন হইতে পারে। ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা নাই একথাও বলা যায় না, যেহেতু তিনি আইন সকলের রক্ষক; এ কিছু সামান্য ভার নয়। মহাশয়! ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যে অতি অদ্ভুত ইহা আমার এক প্রকার উপলব্ধি হইয়াছে। মহাশয়! এ প্রসঙ্গে আমার একটী কথার স্মরণ হইতেছে। আপনি মন্ত্রিগণের যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার এই সংস্কার হইয়াছে, যে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। মন্ত্রী কয় জন আছেন? এক জন কি দুই জন?

গুরু।—মন্ত্রী এক জন নহে। মন্ত্রী অনেক; রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন। সকলেই আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন; অন্যের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। মন্ত্রিগণ যথাসাধ্য রাজার উপকার করিবেন এই শপথ করিয়া আপনাদের পদ গ্রহণ করেন।

রাজার "প্রিবি কৌন্সিল" নামে আপনার এক সভা আছে। রাজা যত ইচ্ছা তাহার মেম্বর বা সভ্য নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং যত দিন ইচ্ছা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজার রাজকার্য্য বিহিত আচরণের জবাবদিহি মন্ত্রিগণকে পার্লেমেণ্টের নিকট করিতে হয়। ভারতবর্ষ প্রভৃতি ইংলণ্ডের যে সকল নিকৃষ্ট অধিকার আছে তাহার শাসনও এই কৌন্সিলে হয়। প্রিবি কৌন্সিলের সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই কেবল এক উপাধি মাত্র। এক্ষণে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তারা এই কৌন্সিল ভুক্ত। যাঁহারা তিন বৎসর কাল রাজ সভাতে থাকিলেন, তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকিবেন তত দিন ২০,০০০ হাজার টাকা পেন্সন পাইবেন।

ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণের অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহাদিগকে দেশের রাজা বলিলেই হয়। তাঁহারা বিশেষ উপযুক্ত ও কর্ম্মদক্ষ না হইলে কখন রাজকার্য্য করিতে পারেন না। ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণ অপেক্ষা বিজ্ঞতম লোক পাওয়া অতি দুর্লভ। বড় বড় নীতিবিশারদ কার্য্যধুরন্ধরেরা মন্ত্রিপদ

করিতে হইয়াছে, টাকা না ধার করিলে আমরা কোন মতেই সেই সকল সংগ্রাম চালাইতে পারিতাম না। অতএব আমাদের যে ঋণ আছে তাহা শত্রু নয়, তাহা মিত্র। ভারতবর্ষে যে ঋণ গবর্ণমেণ্টের কাগজ আছে, যাহাকে সচরাচর কোম্পানীর কাগজ বলিয়া থাকে, সেই রূপ ইংলণ্ডেও কন্সল নামে কাগজ আছে।

শিষ্য।—আর্য্য! ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের কত টাকা খরচ হয়?

গুরু।—কত টাকা রাজার নিজ খরচের জন্য দিতে হয়, তাহা বলিয়াছি। ইংলণ্ডের যে ঋণ আছে তাহার সুদ প্রায় ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিতে হয়; ইহার অধিক হইবেক ন্যূন নয়। যুদ্ধ জাহাজ, স্থল সৈন্য, বারুদ, গোলা গুলী, বিদ্যালয়, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক টাকা ব্যয় হয়। বিচারালয়, পেন্সন, রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু অধিক টাকা ব্যয় হয় না।

শিষ্য।—ইংরেজদের স্বদেশ ও বিদেশ রক্ষার্থ কত সৈন্য আছে?

গুরু।—তোমার বিদিত আছে—আমার বলা পুনরুক্তিমাত্র—যে ইংরেজেরা যেমন বলবান্, সাহসী ও তেজস্বী, তেমনি পরিশ্রমদক্ষ অধ্যবসায় পূর্ণ, বুদ্ধিমান্, কার্য্যনিপুণ ও সংগ্রাম পণ্ডিত। ইহাদের যেরূপ সৈন্য, পৃথিবীতে অতি অল্প জাতির এরূপ সাহসী সৈন্য আছে। ইংলণ্ডের স্বদেশে ও বিদেশে ২ লক্ষ ২০ হাজার স্থলসৈন্য আছে, তাহাদের জন্যে ১১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইংলণ্ডে ৪৪৩ যুদ্ধ জাহাজ আছে, তাহাতে ৪৪ হাজার ৫৮০ জন জলসৈন্য কার্য্য করে, এবং এই সমুদয়ে ৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

বৎস! এই সব দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের কত প্রতাপ ও কত ক্ষমতা তাহা বুঝিয়া রাখ।

শিষ্য।—আমাদের দেশাধিপতিদের দেশে কিরূপে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। আর্য্য! ইহাঁদের শাসন-প্রণালীগত অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, আমি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিতেছি। মনের মালিন্য দূর হইতেছে, এবং চিরস্থিত কুসংস্কার সমূহ

মার্জ্জিত হইতেছে। আমি এত দিন ইংরেজ-দিগকে উদ্ধত, চপলমতি, দুরাচার, নৃশংস, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য মনে করিতাম। ইহারা যে এত বুদ্ধি ধরে, ইহা আমি এক বার স্বপ্নেও মনে করি নাই। জানিতাম, ইহাদের স্বদেশে সৌজ-ন্যের নাম মাত্র নাই। মনে হইত, ইহারা চিরন্তন নীতিমার্গের অনুসরণ করে না। ইহারা যে ভ্রান্তিক্রমেও বুদ্ধিদেবীর অবমাননা করে না, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিতাম না। সত্য বটে, আমি অনেকের নিকটে ইহাঁদের প্রশংসা-বাদ শুনিয়াছিলাম। অনেকে বাষ্পপোতে, বাষ্পশকটে ও অন্যান্য বহুবিধ পদার্থে ইহাঁদের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময় পরিপূর্ণ হইতেন, এবং আদর ও বিস্ময়-বিস্ফা-রিত নেত্রে ইহাঁদের গুণানুবাদ করিতেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতাম না। তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভ্রমান্ধ জ্ঞান করিতাম। আমি মনে করিতাম যে, ইংরেজেরা ফরাসী প্রভৃতি সর্ব্বলোকমাননীয় ইয়ুরোপদেশস্থ অন্যান্য পরাক্রমশালী জাতিদের নিকট হইতে এই সকল

যন্ত্র ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে; এবং এই যন্ত্র সকল আপনাদের বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদিগকে কেবল প্রতারিত করিতেছে। কিন্তু বহুকালের প্রসাদে ইহাদের রাজ্যরচনা বীক্ষণ করিয়া আর সে জ্ঞান নাই। এখন মনে হইতেছে ইহাদের সকলি সম্ভব।

উঃ! ইহাঁদের তন্ত্রসংস্থা কি অদ্ভুত! বোধ হয়, বিশ্বরাজ্যের দুর্ব্বোধ নির্ম্মাণকৌশল, এবং সেই অপরিমেয় জ্ঞানরাশি জগদ্বিধাতার সৃষ্টিরচনা নিরীক্ষণ করিয়া ইহাঁরা আপনাদের রাজ্যরচনাতে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বরাজ্যে যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাই; সকল পদার্থেরি স্বাতন্ত্র্য বিহিত হইয়াছে; কেহ কাহারও অধীন নহে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। আপাততঃ বিবেচনা করিলে কেহ কাহারও উপর নির্ভর করিতেছে না বোধ হয় বটে, কিন্তু সকল পদার্থেরি আবার পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ আছে। ইহার মধ্যে একটীকেও স্বস্থান ভ্রষ্ট কর, অমনি বিশ্বসংস্থা বিলোড়িত হইবে

উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। সহস্র সহস্র অগাধবুদ্ধি, ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ, পণ্ডিতেরা দুরবগাহ অর্থশাস্ত্রের স্বয়ং অর্থ-সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত, ও অন্যান্য লোকদিগকে তাহার অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত, আপনাদের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। যদি ইংলণ্ড-দেশের শাসন-প্রণালী জানিতে এইরূপ ঔৎসুক্য থাকে, তাহা হইলে আর এক দিন সেই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। অদ্য কেবল কোন্ কোন্ স্থানে বিচার নিষ্পন্ন হয়, এবং সেই সেই স্থান কি কি নামে পরিচিত, এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

পার্লেমেণ্ট যাহাকে আইন বলিয়া নিবদ্ধ করেন, তাহাই দেশের প্রচলিত আইন। সেই অনুসারে সমুদায় ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয়। সেই সমুদায় আইন, দুই প্রকার ভাগে বিভক্ত। দেওয়ানী আইন, এবং ফৌজদারী আইন; দেওয়ানী আইন সকল, যাবদীয় ধনসম্পত্তি বিষয়ক এবং

সকল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে সুবিচার বিতরণ করিবার নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

দেওয়ানী মকদ্দমা সম্বন্ধে বাদী ও প্রতিবাদিগণ যদি ইচ্ছা হয় তবে আসিয়া মকদ্দমার সমুদয় কার্য্য করিতে পারেন; নতুবা উকীল ও কৌন্সিলি দ্বারা মকদ্দমা ঘটিত যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা করেন। কিন্তু উকীল ও কৌন্সিলি দ্বারা সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাই রীতি।

কেবল বিচারপতিরাই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন না। তাঁহাকে কতকগুলি উদাসীন মধ্যস্থ ব্যক্তির সাহায্য লইতে হয়। তাঁহাদিগকে 'জুরি' বলে।

মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে, বিচারপতিরা যে আজ্ঞা প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করিবার ভার সরিফ্ বা [illegible] উপর অর্পিত আছে।

দেওয়ানী আইন বিরুদ্ধ [illegible] প্রকাশ করিলে, প্রথম ফৌজদারি আইনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু [illegible] বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ফৌজদারি আইন সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার পূর্ব্বে, ফৌজদারি আইন সকল কিরূপ বিষয়ের ভার গ্রহণ করে, তাহা জানা আবশ্যক। উল্লিখিত আইন সমুদয় অপরাধ সমূহের দণ্ডবিধান করে। কিন্তু অপরাধ কাহাকে বলে, তাহারও অবধারণ করা উচিত। প্রচলিত আইন সমূহের প্রতিকূলে যে কোন কার্য্য বিহিত হয়, তাহাই 'অপরাধ' পদবাচ্য।

অপরাধ সকল অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন সে সকল উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

অপরাধি ব্যক্তির দণ্ডবিধানের নিমিত্ত যাহা কিছু ব্যয়ের আবশ্যক, সে সকল রাজকোষ হইতে খরচ হয়।

'আমি আইন জানি নাই বলিয়া, এই দোষ করিয়াছি; এই কর্ম্ম করিলে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করা হইবে, ইহা জানিয়া আমি এ দোষের কর্ম্ম করি নাই' এই বলিয়া বিহিত অপরাধের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড হইতে কেহ মুক্তি পায় না। সকলকেই প্রচলিত আইন জানিতেই হইবে; না জানিয়া দোষ করিলেও যথোচিত দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিধান-সংহিতা।

শিষ্য।—আর্য্য! আপনি বলিয়াছিলেন যে, অবকাশ পাইলে ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত বিধান-সংহিতার সার ভাগ আমাকে বুঝাইয়া দিবেন। ইংলণ্ড দেশে কি কি আইন প্রচলিত, এবং সেই সেই আইনের মর্ম্ম কিরূপ, তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন, বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে জন্য মহাশয়কে আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী শুনিবার সময়ে আমি মহাশয়কে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছি। সেই জন্য আমি আপনার নিকটে অতিশয় লজ্জিত আছি।

শ্বরের আরাধনা করিব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা জনিত সুখ সম্ভোগে কালযাপন করিব, এবং পলিতকেশ পরিণতবুদ্ধি সাধুজন নির্দ্ধারিত তত্ত্ব সমূহের পর্য্যালোচনে দিনযামিনী অতিবাহন করিব। আমি বুঝিতে পারি না, কেন লোকে এরূপ দিব্য সুখে বিমুখ হইয়া অকিঞ্চিৎকর কর্ম্ম-সমূহে লিপ্ত থাকে, এবং জলবুদ্বুদ সদৃশ ইহ-লোকসংক্রান্ত সমৃদ্ধিতে আত্মসমর্পণ করিয়া, অসার সংসারে নিগড়বদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে প্রতারিত করে। সকলে কেন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা না করে। ইহাতে যত সুখ, বোধ হয় আর কিছুতেই সেরূপ নাই। মহাশয়! এরূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আমি আত্মাকে আর প্রবঞ্চিত করিব না।

নিরর্থক ব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনায় ফলই বা কি? ইহাতে পরমার্থ বৃদ্ধি হইবে না। ইহার চর্চ্চা করিলে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হইবে না; এবং সমুদয় বিধান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেও দেশের বিন্দুমাত্র উপকারও সমাহিত হইবে না।

মানুষিক বিধিসমূহের সহিত নৈসর্গিক বিধি সমুদয়ের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ঐহিক এবং পারত্রিক কার্য্য সমুদয় যেরূপ পরস্পর ভিন্ন; ঐশিক নৈসর্গিক বিধি এবং মানুষিক কৃত্রিম বিধি সমুদয় সেইরূপ দুই বিভিন্ন পদার্থ। তবে, যে ব্যক্তি ঐহিক বিষয়ে লিপ্ত হইতে চাহে না, যাহার কেবল পরমার্থ চিন্তায় কালহরণ করিবার ইচ্ছা, তাহার, মানুষ কপোলকল্পিত নীরস নিয়মাবলিতে মন অর্পণ করিবার আবশ্যকতা কি? মকদ্দমা মামলা যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নয়, তাহাদের ওসব বিষয় জানিবার প্রয়োজন কি? ব্যবহারাজীব ব্যক্তিগণ ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করুক, যে তাহাদের উপকার হইবে। আমরা কেন এরূপ তুচ্ছ কাজে সময়ক্ষেপ করিব। ততক্ষণ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের দুই চারিটা কথার আন্দোলন করিলে, অনেক উপকারে আসিবে। আর যদিও স্বদেশের আইন সকলের মর্ম্মার্থ অবগত থাকিলে কথঞ্চিৎ উপকার হয়, ইংলণ্ডের বিধি সমূহের মর্ম্মগ্রহ করিলে লাভ কি, বুঝিতে পারিতেছি না; কারণ ইংরেজদের

বিধিব্যূহের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ইহা স্বীকার করিতেছি, যে মহাশয় সে দিন যে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অনেক উপকার হইয়াছে। তাহাতে আমার অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে, অনেক জ্ঞানশিক্ষা পাইয়াছি। আমি যতবার ইংরেজ মহাপুরুষদের রাজ্যরচনা বিষয়ে চিন্তা করি, ততবারই তাঁহাদের গুণানুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি মহাশয়ের মুখ হইতে উঁহাদের শাসন-প্রণালীর বিষয় শুনিয়া অবধি কত লোকের মূর্খতানিবন্ধন কুসংস্কার সকলের উচ্ছেদ করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে,ওসব বিষয় সকলেরই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে জানা উচিত। আমি কোন কালেই ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় হতাদর হইব না। কিন্তু ব্যবহার শাস্ত্রের গূঢ় কথা সকল শুনিতে আমার ইচ্ছা নাই।

গুরু।—বৎস! তোমার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কে তোমার মনে এরূপ কুসংস্কার সমূহ নিবিষ্ট করিয়া দিল? তোমার

সেরূপ আগ্রহ কোথায় গেল? তুমি সকল জা-
নিয়া শুনিয়াও অবোধের মত কথা বলিলে কেন?
কে তোমাকে বলিল, মানুষ বিধি সমূহ জানিলে
কিছুমাত্র ফল নাই? তুমি কাহার নিকট শুনিলে
যে নৈসর্গিক বিধি সমুদয় এবং মানুষিক বিধি পর-
স্পরা দুই বিভিন্ন পদার্থ? কে তোমাকে শিখা-
ইয়া দিল, যে মানুষবিধান সমুদয়, নীরস এবং
নিরর্থক? তুমি কিরূপে জানিলে যে ইংলণ্ডের
আইন সকলের সহিত ভারতবর্ষের বিধিবৃন্দের
কোন সম্পর্ক নাই? তুমি কেন এরূপ অপ্রা-
মাণিক কথা সকলকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছ? যত
শীঘ্র পার তাহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত
কর।

আমি অবশ্যই স্বীকার করি, জ্যোতিঃশাস্ত্র
প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অনির্ব্বচনীয়
প্রীতি অনুভূত হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে তুমি
অনন্যব্যাসক্ত হইয়া ওরূপ মনোভিনিবেশ করি-
য়াছ, তাহাতে আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট নাই।
পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথ্বীকর্ত্তার স্বরচিত
পদার্থ সকলের পর্য্যবেক্ষণ করা, জীবনের এক

সার কর্ম্ম, তাহার আর কোন সংশয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতিসাধন হইয়াছে, তাহা না হইলে কোনরূপে পৃথিবীর এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইত না; সকল লোক অন্ধতমসাবৃত থাকিত, এবং তাহা হইলে সমৃদ্ধ নগর এবং প্রেতনিবাস শ্মশান ভূমি এ সকল বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বিধানশাস্ত্রও বিজ্ঞানশাস্ত্রের এক প্রধান শাখা। বিধানশাস্ত্রের তত্ত্ব সমুদয় সম্যুচিত আন্দোলিত না হইলেও, ঐরূপ অনর্থের আশঙ্কা ছিল। বৎস! ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, বিধানসংহিতা না থাকিলে ভূতধাত্রীর কিছুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি হইত না। বর্ব্বর জাতি এবং সভ্য জাতি এ দুয়ের কিছুমাত্র ভেদ হইত না। মানুষবিধিব্যূহ না থাকিলে সমাজবন্ধন হইত না। সমাজবন্ধন না হইলে পরস্পরসাপেক্ষ প্রতিক্ষণ প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রীরও অসদ্ভাব হইত। সকলকেই আপন আপন উদর পূরণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত; কাহারও অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সময় থাকিত না। কোথায় বা পদার্থবিদ্যা থাকিত, এবং

কোথায় বা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র থাকিত। ইহার সকলে, বিধানশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই এরূপ উচ্চপদবীতে আরূঢ় হইয়াছে। বিধান-শাস্ত্র কি; তাহা অবগত না থাকাতেই তোমার ঐ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। বিধানশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহ করিলে তুমি ঐ সকল কথা কখন মুখে আনিতে না, এবং ব্যবহার-সংহিতা নিরর্থক বলিয়া তোমার যে প্রতীতি হইয়াছে, তাহা এক ক্ষণের নিমিত্ত তোমার মনে আবির্ভূত হইত না।

নৈসর্গিক স্বত্বরক্ষা করাই বিধান সমূহের উদ্দেশ্য।

জগদীশ্বর যেমনি মানুষের সৃষ্টি করিলেন, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিরঙ্কুশ-ইচ্ছা এবং তত্ত্বনির্ণয়শক্তি প্রদান করিলেন; এবং পৃথিবীতে আসিয়া তাহারা যাহাতে আপনাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে, এরূপ কতকগুলি নিয়মও নিরূপিত করিয়া দিলেন। যথা—সকলে সৎপথে চলিবে; কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবে না; এবং যাহার যে কর্ত্তব্য, সে তাহা প্রতিপালন করিবে। এই তিনটী সনাতন ঐশিক নিয়মই মানুষ-

বিধান সকলের অধিষ্ঠান ভূত। কিন্তু এই সকল নিয়ম উদ্ভাবিত করা কিছু সহজ কথা নয়। মনোবৃত্তি সকল সম্মার্জ্জিত না হইলে তাহাদের উদ্ভাবনের আর অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু মানুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াই কিছু মনোবৃত্তি সকলের সম্মার্জ্জন করিতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীর প্রথমে মানুষেরা এ চিরন্তন নিয়ম সকলের উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, এবং তন্নিবন্ধন নৈসর্গিক স্বত্ব সকলের রক্ষা সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। সকলেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বিধেয় হইয়া কার্য্য করিত। ইচ্ছা হইলেই অন্যের প্রাণসংহার করিত; ইচ্ছা হইলেই অন্যাহৃত ভক্ষ্য দ্রব্যের অপহরণ করিত, এবং ইচ্ছা হইলেই অন্যের বাসস্থান ভূমিখণ্ড অধিকৃত করিয়া লইত। এইরূপে কোন ব্যক্তিই নিরুপদ্রবে নৈসর্গিক স্বত্ব সকলের সম্ভোগ করিতে পারিত না। কাল-সহকারে মানুষগণ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং স্ব স্ব স্বত্ব রক্ষা করিবার মানসে আপনাদের মধ্য হইতেই এক কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিল; এবং তাঁহার সহিত এই নিয়ম সংস্থাপিত

করিল, যে তিনি তাহাদের মঙ্গলের উদ্দেশে বিধান প্রস্তুত করিবেন, এবং তাহারা তাহাকে কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিবে। বৎস! এই সমাজবন্ধনের মূল।

কর্ত্তৃপক্ষেরা এইরূপ ভার পাইয়া ক্রমে ক্রমে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নিয়মসমূহ উদ্ভাবিত করিয়া, সেই অনুসারে বিধান সমূহ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, নৈসর্গিক স্বত্ব রক্ষা করাই বিধান সমূহের উদ্দেশ্য কি না, এবং বিধান সকল নিরর্থক কি না, এবং নৈসর্গিক বিধানই তাহার মূলীভূত কি না?

বৎস! পাপমতি দুরাচার মানুষবর্গের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া এক বিজন স্থানে বাস করিবে এরূপ কথা বলিলে কেন? তুমি কি জান না, যে মানুষ স্বভাবতঃ অতিশয় সমাজপ্রিয়? তুমি কি জান না, যে সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন করা, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম? তুমি কি জান না যে পরিবারের মঙ্গলসাধন, সমাজোন্নতি, ও দেশোন্নতিই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য? তুমি কি বুঝিতে পারি-

তেছ না, যে নির্দ্দমে থাকিয়া কোন রূপে সে সকল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই। ইহাও বোধ হয় তোমার উপলব্ধি হইয়াছে, যে বিধান সমূহই মনুষ্যসমাজকে নিয়মবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বিধান সমূহই মনুষ্য সমাজের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং বিধানসমূহ সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে কোন মতে উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই। এই কথা-গুলি বুঝিয়া দেখ, তাহা হইলেই বিধিশাস্ত্রের চর্চা করিলে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হয় না এই যে তোমার কুসংস্কার আছে, তাহা একবারে অন্তর্হিত হইবে।

এ কথা সত্য বটে, যে বিধিশাস্ত্র প্রথমে বড় নীরস। কোন্ শাস্ত্র প্রথমে নীরস নয়? সকল শাস্ত্রেরই প্রবেশদ্বার দুর্গম এবং বিঘ্ন-পূর্ণ। একবার দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে পারি-লেই ভিতরে প্রশস্ত অট্টালিকা লক্ষিত হইবে। তখন দেখিতে পাইবে, যে সেই অভ্রংলিহ প্রাসাদটী মনোহর উদ্যানসুশোভিত; সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহবীজিত; সুস্নিগ্ধ রমণীয় প্রস্রবণ-

ভূষিত, এবং হৃদয়গ্রাহী অন্যান্য পদার্থ সমূহে অলংকৃত। সকল শাস্ত্রেরই বর্ণমালা শিখিতে কষ্ট হয়। এক বার তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে সকল কষ্ট অন্তর্হিত হইবে, এবং হৃদয় অমৃতহ্রদে অবগাহন করিবে। বোধ হয় আমি যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাতেই তোমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, কি ধনবান্ কি দরিদ্র কি মধ্যাবস্থ কি ব্যবসায়ী লোক সকলেরই বিধিশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করা উচিত। বৎস্য! ইহাও তোমার জানা আবশ্যক যে, এখন ইংলণ্ডস্থ অনেক আইন, ভারতবর্ষস্থ আইন সকলের অধিষ্ঠানভূত। কেবল দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কিছু কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে এই মাত্র।

শিষ্য।—আর্য্য! বিধানসমূহের আপনি যে রূপ প্রশংসা করিলেন, তাহাতে আমি সংশয় করি না, ইহা এক অদ্ভুত পদার্থ। মহাশয়ের কথানুসারে আমি দিনকত পদার্থবিদ্যার আলোচনায় বিরত হইব। অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিধিশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর হইব। ইহাতেও যদি আমার ব্যবহার শাস্ত্রের উপযোগিতা স্পষ্ট প্রতীত না

হয়. তাহা হইলে আর কোন কালেও তাহার নাম করিব না। বিধানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা শুনিয়াছি। এখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া সেই উদ্দেশ্যের সাধন হয়, এবং 'বিধান কাহাকে বলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তি-দিগকে যে আদেশ করেন, তাহার নামই বিধি। বিধি দুই প্রকার। ঐশিক বিধি, এবং মানুষিক বিধি। ঐশিক বিধিসমূহ, ঈশ্বরের উদ্দেশে, আত্মরক্ষণের নিমিত্তে, এবং প্রতিবেশিগণের সহিত, কিরূপে ব্যবহার করা উচিত, তাহারই অবধারণ করিয়া দেয়। মানুষিক বিধিজাত, আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ আচরণ করা আবশ্যক তাহারই নির্দ্দেশ করে। সুতরাং মানুষিক বিধান সমুদায়, ঐশিক বিধি সকলের কেবল এক অংশের উপর নির্ভর করে। আমিরা পরের অনিষ্ট না করিয়া, যে কোন পাপকর্ম্ম করি না, মানুষিক বিধান সকল, তাহাতে কোন কথাই বলিবে না। কিন্তু যাহাতে পরের অপকার হয়,

এরূপ কোন কার্য্য করিবামাত্র মানুষবিধানপরম্পরা অমনি হস্তক্ষেপ করিবে, যাহাতে তাহার প্রতীকার হয়, এবং পুনর্ব্বার সেই কর্ম্ম যাহাতে বিহিত না হয়, এরূপ চেষ্টা করিবে।

মানুষবিধিপরম্পরা আবার দুই প্রধানভাগে বিভক্ত। জাতিদ্বয়বিধান এবং দেশবিধান। মানুষসকল সমাজস্থ হইয়া বাস করে, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বটে। কিন্তু সকল মানুষই কিছু এক গ্রামে, এক নগরে, বা এক দেশে বাস করিতে পারে না। সুতরাং মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের সহিত পরস্পরের সৌহার্দ্দ রাখা আবশ্যক; অথবা পরস্পরের মধ্যে কোন এক নিয়ম সংস্থাপিত করা আবশ্যক; তাহা না করিলে, কোন মতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি চলে না। এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকেরা আপনাদের মধ্যে যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছে, তাহারই নাম জাতিদ্বয়বিধান।

ঐহিক বিধি সমূহ এবং জাতিদ্বয়বিধান ব্যতীত,

আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে। আইস আমরা দেশবিধি সকলের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই।

কর্ত্তৃপক্ষেরা দেশবাসীদিগের লৌকিক আচরণ বিষয়ে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার নামই দেশবিধি।

বৎস! দেশবিধির পরিভাষা করিবার [illegible] যে, যতগুলি শব্দের ব্যবহার করিয়াছি, তাহার সকলগুলিই সার্থক, একটীও নিরর্থক নয়। কিন্তু সকল শব্দগুলির উপযোগিতা প্রদর্শন করিবার আমার সময় নাই। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সেই সকলের সার্থকতা বুঝিতে পারিবে।

ইংলণ্ডের বিধি সকল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। পরম্পরাবিধি এবং আদিষ্টবিধি। পরম্পরাবিধিকে ইংরাজীতে "কমন্ ল" বলে; এবং আদিষ্টবিধিকে "ষ্ট্যাটিউট্ ল" কহে। এখন এই দুয়ের ভেদ কি তাহা বুঝা আবশ্যক।

তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দে নর্ম্মানেরা ইংলণ্ড অধিকার করে। [illegible]

১১৮৯ খৃঃ অব্দে প্রথম রিচার্ড নরপতি যে সময়ে সিংহাসনারোহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে স্যাক্সন দিনামার প্রভৃতি পূর্ব্বতন ইংলণ্ডবাসী-দের মধ্যে কতকগুলি আইন প্রচলিত ছিল; কিন্তু কিরূপে সে আইন সকল প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এই নিমিত্ত তাহা-দিগকে অলিখিত বিধি কহে। পূর্ব্বতন নিবাসী-দিগের মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সেই সকলই বিধিরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই সকল যুক্তিসিদ্ধ স্মরণাতীত প্রাচীন আচা-রের নামই পরম্পরাবিধি। পরম্পরাবিধি সকল কি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারপতিদের মকদ্দমার রিপোর্টে অর্থাৎ ব্যবহার বিজ্ঞাপনীতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। ইংরেজেরা পরম্পরা বিধির বড় মান্য করে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, এবং চুক্তিসংহিতা বিষয়ক অনেক মকদ্দমার নিষ্পত্তি পরম্পরাবিধি অনুসারে হয়।

তোমার মনে ইহা অঙ্কিত থাকা অতি আবশ্যক যে পার্লেমেণ্ট নির্দিষ্ট বিধি সকলকে [illegible] এবং পরম্পরাবিধি [illegible] পার্লেমেণ্টের অবধারিত

বিধি সমূহ আর পরম্পরাবিধি দুই স্বতন্ত্র সামগ্রী। পার্লেমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিধানসমূহ অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক।

পার্লেমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিধি সকলকে আদিষ্ট-বিধি বা লিখিত বিধি বলে।

বৎস! তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রজাবর্গের স্বত্ব সকলের রক্ষা করাই, আইন সকলের উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল স্বত্বেরই আবার বিনাশ সম্ভাবনা। তোমার যে সকল স্বত্ব আছে, অন্য লোকে অনায়াসে তাহা বিনাশ করিতে পারে। তুমি যদি কাহাকেও কোন দ্রব্য বিক্রয় কর, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিল, তাহার নিকট হইতে, সেই দ্রব্যের উচিত মূল্য পাইবার, তোমার স্বত্ব আছে। কিন্তু ক্রেতা যদি তোমাকে ঐক্ত দ্রব্যের মূল্য না দেয়, তাহা হইলে, সে তোমার স্বত্বের বিনাশ করিল। তোমার নিরুপদ্রবে সুখে বাস করিবার স্বত্ব আছে। যে ব্যক্তি নিরুপদ্রবে তোমাকে বাস করিতে দিবে না, সে তোমার স্বত্বের অপহার করিল। অতএব নিরাপদে

করিয়া দেখিলে, স্বত্বরক্ষা করা যেমন বিধিসমূহের উদ্দেশ্য, তেমনি স্বত্বঘাত হইলে, তাহাতে স্বত্ব-লোপ বন্ধ, তাহাদের তেমনি উদ্দেশ্য।

অতএব ভাবিয়া দেখ, ইংলণ্ডের আইন সমুদয় দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ দেশস্থ লোকদিগের কি কি স্বত্ব, তাহা বলিয়া দেয়; এবং অপর ভাগ, স্বত্বঘাত কি, তাহা নির্দিষ্ট করে। কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশবাসী-দিগের স্বত্ব সকল রক্ষিত হইবে; দুষ্ট লোকে অন্যের যথার্থ স্বত্ব অপহরণ করিলে কি রূপে সেই নষ্ট স্বত্বের উদ্ধার হইবে, এবং কি প্রকারেই বা দুষ্ট লোকে অন্যের স্বত্বঘাত করিতে না পারে; ইংলণ্ডের বিধিসমূহের দ্বিতীয় অংশ, ইহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, স্বত্ব নানা প্রকার।

সকল মনুষ্যেরই আত্মরক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি স্বত্ব আছে। আপনার শরীর রক্ষা করা, এবং আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিপালন করা সকল লোকেরই অধিকার। আপন আপন সম্প-

এখন পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইংলণ্ডের বিধানসমুদয়, এইরূপে বিভক্ত হইতে পারে।

১। আত্মস্বত্ব।

২। গৃহপতিস্বত্ব।

৩। রিক্থস্বত্ব।

৪। সমাজস্বত্ব।

৫। অপকার।

৬। অপরাধ।

এই সকলের মধ্যে, ইংলণ্ডবাসীরা সমাজস্থ বলিয়া কি কি স্বত্ব ভোগ করে, তাহা বলিয়াছি; পার্লেমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতেই সমাজস্বত্ব বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে।

এখন ক্রমে ক্রমে অন্য অন্য বিষয়ের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

১। আত্মস্বত্ব

ইংলণ্ডের বিধানসমুদয়কে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়াছি। এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব।

সর্ব্বপ্রথমে, আমাদের আত্মস্বত্ব কি কি, তাহারই নির্দ্দেশ করিব।

আত্মস্বত্ব দুই প্রকার—'আত্মরক্ষা স্বত্ব' এবং 'আত্মস্বাতন্ত্র্য স্বত্ব'।

সকল মানুষেরই [illegible] ভোগ করিবার অধিকার আছে। জীবন; শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; স্বাস্থ্য; এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি; এ সকল আমাদের নিজস্ব। আমরা নিরুপদ্রবে এ সকলের উপভোগ করিব; কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। সুখ স্বচ্ছন্দে এই সকল নিজস্বের উপভোগ করিবার অধিকারের নামই আত্মরক্ষা স্বত্ব।

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, গর্ভস্থ শিশু যে দিন মাতৃগর্ভে অঙ্গসঞ্চালন করিতে শিখিয়াছে, সেই [illegible] জীবন [illegible]

করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ গর্ভস্থ শিশুর বধ করিবার আশয়ে, কোন অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করে, অথবা গর্ভিণীকে কোন ঔষধ সেবন করায়; এবং গর্ভিণী জীবিত শিশু প্রসব করিলে পর, সেই শিশু সেইরূপ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ বা ঔষধ সেবন করাইয়াছিল বলিয়াই, প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি ঐরূপ গর্হিত আচরণ করিয়াছিল, সে আততায়ী বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে, এবং অন্যের প্রাণসংহার করিলে যেরূপ দণ্ড হয়, তাহারও সে [illegible] ও হইবে।

ইংলণ্ডের বিধানসমূহ, আমাদের জীবন, এবং শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এ সকলের বড় গৌরব করে। বহুযত্নে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে; এ সকলে তোমার যে স্বত্ব আছে, কোন মতে অন্য ব্যক্তিকে তাহার বিনাশ করিতে দিবে না। এমন কি, যদি কেহ তোমার প্রাণসংহার করিতে, অথবা তোমার শরীরস্থ কোন অবয়বের বিনাশ করিতে, উদ্যত হয়; এবং তুমি সেই দুষ্ট ব্যক্তির [illegible] না করিলে কোন মতে আপনার

জীবনরক্ষা, বা অঙ্গরক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলে আত্মরক্ষার্থে সে দুষ্ট ব্যক্তির বধ করিলে তুমি আততায়ী বলিয়া পরিগণিত হইবে না; এবং তোমার দণ্ডও হইবে না। বিধান সমূহ তোমার রক্ষা করিবে।

যত দিন না মৃত্যু হইবে, তত দিন ইংলণ্ড-বাসীরা নিরুপদ্রবে, জীবন প্রভৃতি তিন অঙ্গের উপ-ভোগ করিতে পারে। ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, মৃত্যু দুই প্রকার। স্বাভাবিক মৃত্যু, এবং সামা-জিক মৃত্যু। রাজদ্রোহ প্রভৃতি অপরাধ করিলে, এবং আততায়ী হইলে, অর্থাৎ, নিহতবধ প্রভৃতি কোন উৎকট অপরাধে অপরাধী হইলে, তাহার সামাজিক মৃত্যু হইল। সে ব্যক্তি সমাজে অক-র্মণ্য হইল। তাহার মরিয়া যাওয়া, এবং বাঁচিয়া থাকা, দুই সমান। ইংলণ্ডের বিধানসমূহ, সে ব্যক্তির মরণ হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিবে।

স্বদেশীয়রা [illegible] আমাদিগকে, জীবনাদি [illegible] করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই [illegible]

জীবনের বিনাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু কখন কখন প্রাণদণ্ড, বিধান অনুসারে আবশ্যক হইয়া উঠে। কোন ব্যক্তি যদি বিষেবধ প্রভৃতি কোন উৎকট অপরাধ করে, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড অতিশয় আবশ্যক। তাহার প্রাণদণ্ড না করিলে লোকস্থিতি একেবারে উন্মূলিত হয়; অতএব এরূপ স্থলে আততায়ী ব্যক্তির প্রাণবধ বিধিসম্মত। কিন্তু যদি আততায়ীর প্রাণবধ না করিয়া অন্য কোন প্রকারে কোন উৎকট অপরাধ নিরাকৃত হইতে পারে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিধিসমূহ ক্ষমাপক্ষ আশ্রয় করিবে।

কোন অপকর্ম্ম নিরাকরণের নিমিত্ত, ইংলণ্ডের নিয়ম সকল কর্ণচ্ছেদন নাসিকাচ্ছেদন প্রভৃতি, অন্য কোন অবয়বের বিনাশ করে না। দুরাত্মা দুরাচার নরপতিরাই, এরূপ পাপাচরণ করিয়া অপরাধ নিবারণ করিবার প্রয়াস করে।

কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রহার করিতে পারিবে [illegible] করিতে পারিবে না;

এবং অন্য কোন প্রকারেও তাঁহার অপমান করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে কোন প্রকারে আহত করে, বা কোন রূপে অপরের অপমাননা করে, তাহা হইলে দুষ্ট ব্যক্তির আইন অনুসারে দণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তি যাহাতে অন্যের স্বাস্থ্যহানি হয়, এরূপ কার্য্য করিতে পারিবে না।

যাহাতে অন্যের খ্যাতি প্রতিপত্তির বিনাশ হইতে পারে, কোন ব্যক্তিই এরূপ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না।

যখন অধিকার ও অপরাধের পর্য্যালোচনা করিব, সে সময়ে পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে 'আত্মরক্ষা-স্বত্ব' মনুষ্যের যেমন গৌরব কর, স্বাধীনতারও সেইরূপ আবশ্যক।

যে কোন ব্যক্তি, যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাস করিতে পারিবে, এবং যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে যাইতে পারিবে; কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। আত্মসঞ্চরণ বিষয়ে ঐরূপ স্বেচ্ছা-বশবর্ত্তিতাকে আত্মস্বাতন্ত্র্য বলে।

যদি বিধানসমূহ স্পষ্টাকারে নির্দ্দেশ না করে, তাহা হইলে কি রাজা, কি প্রজা, কেহই কোন এক জন নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিকেও অবরুদ্ধ করিতে পারিবেন না। যদি রাজপুরুষেরাও বল-পূর্ব্বক কাহাকেও অবরোধ করেন, তাহা হইলে অবরুদ্ধ ব্যক্তির উকীল, কারণ দেখাইয়া, প্রাড্‌-বিবাকদিগের নিকটে প্রার্থনা করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ রক্ষকের উপরে "হেবিয়স্ কর্পস্" নামে শাসনপত্র অর্থাৎ পরওয়ানা জারি হইবে। উক্ত শাসন পত্রদ্বারা বিচারপতিরা রক্ষক-দিগকে এই আজ্ঞা করেন যে, তুমি অবিলম্বে উল্লিখিতনামধেয় অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে, "কুইন্স বেঞ্চ নামক বিচারগৃহে উপস্থিত করিবে।" অবরুদ্ধ ব্যক্তি বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, তাহার অব-রোধের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয়।

সহস্র গুণ অধিক হয়। কর্ত্তৃপক্ষেরা দুষ্প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া যদি অন্যের জীবন নাশ করেন, অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্যাদির অপহরণ করেন, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে চতুর্দ্দিকে সে রাজ্যে শব্দ প্রচারিত হইবে; সকলে সশস্ত্র এবং একবাক্য হইয়া দুরাচার উন্মূলন করিতে উদ্যুক্ত হইবে, এবং আপন আপন রক্ষার নিমিত্তে সতর্ক থাকিবে। কিন্তু যদি তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষেরা গোপনে গোপনে অন্যায় আচরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কেহই সেই কষ্টাপন্ন ব্যক্তির অবস্থা জানিতে পারিবে না; কারাগারে সে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার কিছু নির্ণয়ও অবগত থাকিবে না; সুতরাং অন্যান্য লোকেরা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না। দুরাচারদিগের পক্ষে, গোপনে গোপনে প্রজাবর্গের কারারোধ অপেক্ষা, অধিক উপযোগী যন্ত্র আর নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে, যখন রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদ সম্ভাবনা, তখন এরূপ কারারোধও আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব কিছু দিনের জন্য হেবিয়স্ কর্পস্ বিধান রহিত

অতএব, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদিগকে এবং পুত্রবধূ দুহিতা দৌহিত্রী পৌত্রী প্রভৃতি অধস্তন অপত্যদিগকে বিবাহ করিলে সে বিবাহ অগ্রাহ্য হইবে।

কেহ, প্রথম-দ্বিতীয়-ও-তৃতীয়-পর্য্যায়স্থ সম্বন্ধ* ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, সে বিবাহ সিদ্ধ নহে। কিন্তু চতুর্থ-পর্য্যায়স্থ সম্বন্ধ ব্যক্তির সহিত বিবাহ বিধিসম্মত। আমার ভগিনী আমা হইতে দ্বিতীয়-পর্য্যায়স্থ; সুতরাং ইংলণ্ডের বিধি অনুসারে আমি আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারি না। ভগিনীকন্যা অথবা ভ্রাতুষ্কন্যা তৃতীয় পর্য্যায়স্থ; সুতরাং তাহাদিগকেও আমি বিবাহ করিতে পারি না। কিন্তু আমার পুত্র, আমার ভাগিনেয়ীকে অথবা আমার ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে।

ইংলণ্ডে, পতিরা পত্নীদিগের এবং পত্নীরা পতিদিগের, সম্বন্ধ প্রথম-দ্বিতীয়-ও-তৃতীয়পর্য্যায়স্থ ব্যক্তিদিগকেও বিবাহ করিতে পারেনা। কিন্তু

---

* [illegible] ব্যক্তিদিগকে সম্বন্ধ বলে।

শ্বশুর অথবা তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিদিগের সহিত এ নিয়মের সম্পর্ক নাই। ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে তুমি তোমার পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারিবে না; কিন্তু তোমার ভ্রাতা তাহাকে বিবাহ করিতে পারে।

ইংলণ্ডে বিবাহ করিবার সময়ে পিতামাতার অনুমতি অপেক্ষা করে। কিন্তু কোন প্রাপ্তবয়স্ক দম্পতীর পিতামাতা যদি নিবারণ না করেন, তাহা হইলে তাহারা বিবাহ করিতে পারিবে।

কেহ বলপূর্ব্বক কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না। উভয়পক্ষ উভয়ে ইহাদের অনুমতি না লইয়া পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলে সে বিবাহ অবৈধ।

তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে পতি ও পত্নীর সত্তা এক বিবেচনা করে। আদালতে এক ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত করে। এই জন্য কোন ব্যক্তি তাহার পত্নীকে কোন সামগ্রীর স্বত্ব দিতে পারেন না। কারণ তাঁহার পত্নীকে দান

বিক্রয় করা ও আপনাকে দান বিক্রয় করা দুই সমান। কিন্তু পতি তাঁহার পত্নীর উপকৃতির নিমিত্ত, আদালত নিকটে কোন সম্পত্তি গচ্ছিতরূপ অর্থাৎ আমানৎ রাখিতে পারেন; এবং মৃত্যু সময়ে পতি তাঁহার পত্নীর নামে উইল করিয়া, তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দান করিতে পারেন।

যত দিন পত্নী জীবিত থাকিবেন, তত দিন কর্ত্তাকে তাঁহার ভরণ পোষণ করিতে হইবে। যদি পত্নী আপনার ভরণ পোষণের নিমিত্ত কাহার ও নিকটে ঋণ করেন, তাহা হইলে কর্ত্তাকে সে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। উত্তমর্ণ ভর্ত্তার নামে নালিশ করিয়া সে সমুদয় টাকা আদায় করিতে পারে। এমন কি বিবাহের পূর্ব্বেও যদি পত্নী কোন ঋণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ভর্ত্তাকে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া, ইহা মনে করিও না, যে পত্নী কুলটা হইলেও পতিকে সেই ব্যভিচারিণীর ভরণ পোষণ করিতে হইবে।

[illegible] পত্নী পতির সম্বন্ধ,

যথা তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। কিন্তু যে অপরাধী মকদ্দমাতে, অথবা পতির পরদারিকতা সপ্রমাণ করিবার সময়ে, স্ত্রী সাক্ষ্যদান করিলে সে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে।

যদি ভর্ত্তার সমক্ষে পত্নী কোন উৎকট অপরাধের আচরণ করেন, তাহা হইলে পত্নীর দণ্ড হইবে না, ভর্ত্তার দণ্ড হইবে। প্রাণবধ ও রাজদ্রোহ স্থলে এরূপ নহে। কিন্তু ভর্ত্তা যদি আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বিচারক সমুদয় তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া পত্নীর দণ্ড করিবেন।

পত্নী পতির অনুমতি না লইয়া কাহারও নামে নালিশ করিতে পারেন না। এবং অন্য কাহারও, কোন ব্যক্তির পত্নীর নামে নালিশ করিবার আবশ্যকতা হইলে, তিনি পতি ও পত্নী উভয়ের নামে অভিযোগ না করিলে, সে অভিযোগ সিদ্ধ নয়।

পতির অবর্ত্তমানে স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন তিনি তাঁহার বিষয় সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট এক তৃতীয়াংশের অধিকারিণী। তিনি

নিরুপদ্রবে সেই এক তৃতীয়াংশের উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিবেন।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, পতি ও পত্নী ভিন্ন ভিন্ন লোক নন; তাঁহারা দুই জনে এক ব্যক্তি। সুতরাং পতি বর্ত্তমান থাকিতে পত্নী নিজস্ব অস্থাবর সম্পত্তিরও দান বিক্রয় করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু পতির অনুমতি লইয়া তিনি তাঁহার স্থাবর বিষয়ের দান বিক্রয় করিতে পারেন। পতি যেমন মৃত্যু সময়ে পত্নীর নামে উইল করিতে পারেন, পত্নী সেরূপ পারেন না। যত দিন পত্নী বর্ত্তমান থাকিবেন, তত দিন পত্নীর স্থাবর বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে, ও তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে পতির সামর্থ্য আছে। কিন্তু পতি তাঁহার পত্নীর নিজস্বের দান বিক্রয় করিতে পারেন না।

পত্নীর মৃত্যু হইলে, পত্নীর নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হইবে। পত্নীর মৃত্যু হইলে পতির আর তাঁহার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই। কিন্তু যদি সেই পত্নীর

গর্ভে তাঁহার ঔরসজাত কোন পুত্র জন্মে, তাহা হইলে তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহার সেই সম্পত্তি ভোগ করিবার শক্তি আছে।

পত্নীর অস্থাবর সম্পত্তিতে পতির একাধিপত্য, তিনি তাহাতে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

ইংলণ্ডে কেহ ইচ্ছা হইলেই পরিণয়সূত্র ছিন্ন করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না।

পত্নী যদি, পতি পরদারিক, অতিশয় নৃশংস, এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোন তত্ত্বাবধারণ করেন নাই ও তাঁহাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছেন, প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি “বিবাহভঙ্গাবধায়ক” নামক বিচারগৃহের বিচারপতিদের নিকটে প্রার্থনা করিয়া ও তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তাঁহার পতির সহিত বিভিন্ন থাকিতে পারেন। তখন তাঁহার পতি তাঁহার পত্নীর সহিত সহবাস করিতে পারিবেন না, এবং তাঁহার পত্নীর নিজসম্পত্তির স্বত্বাধিকার অথবা তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে

অপচয় না করিল, কি সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হইল না হইল, [illegible] হইল, তাহা একবার ফিরিয়াও দেখে না। এই সকল নরাধম পাপিষ্ঠ লোকদের শাসন করিবার নিমিত্তই ইংলণ্ডের বিধান মতে, সন্তানদিগের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে।

পিতা মাতা আপন ইচ্ছায় সন্তানদিগকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে সন্তানগণের ভরণপোষণ করিতেই হইবে। যদি কেহ সন্তানগণের ভরণপোষণ না করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, তাঁহার দণ্ড হইবে, তাঁহার সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রোক হইবে, এবং তাঁহাকে কারাবাস করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, পিতামাতাকে সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু এবিষয়ে বিধানকর্তাকে বড় হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। তাঁহারা স্বভাবতঃ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে এরূপ সতর্ক যে তাঁহারা বিধানের বাধ্য-

যাঁহাদের প্রসাদে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; যাঁহারা যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা জ্ঞান না করিয়া আমাদের লালন পালন করিয়াছেন; যাঁহারা দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করিয়া আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন; এবং যাঁহাদের প্রসাদে আমরা বসুন্ধরায় অবস্থিত হইয়া আনন্দসন্দোহবিমোহিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনক্ষেপ করিতেছি; তাঁহাদের বার্দ্ধক্য কালে যদি আমরা তাঁহাদের আজ্ঞাবশবর্ত্তী না থাকি, পরিণতবয়সে তাঁহাদিগের ভক্তি ও মাননা না করি, এবং তাঁহাদের বৃদ্ধকালে তাঁহাদের পরিচর্য্যা ও শুশ্রূষা না করি; তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইবে না; আমাদের কৃতঘ্নের কাজ করা হইবে। সেরূপ করিলে আমাদিগকে ইহ লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, সকলের অবজ্ঞেয় হইয়া থাকিতে হইবে, এবং পরলোকে অনন্তনিরয়গামী হইতে হইবে।

ইংলণ্ডে “ দরিদ্রবিধান ” নামে যে সকল আইন প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারে, যে সকল সন্তানের সামর্থ্য আছে, তাহাদিগকে, তাঁহাদের

দুগ্ধ, পনির, মদ্য, মাংস, তরকারী, এবং সর্ব্বপ্রকার দিয়া তাহার উদর পোষণ করিতে হইবে।

ঔরসজাত বিষয়ে যাহা কিছু বলিবার বলিয়াছি, এখন জারজসন্তানের কথা বলিব।

অবিবাহিত জনক জননীর সন্তানদিগকেই জারজ সন্তান বলে। ইংলণ্ডে প্রথমে সন্তান জন্মিলে, জনকজননী পরে বিবাহিত হইলেও সে সন্তান ঔরস সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে না। স্কটলণ্ডে এরূপ নহে। দম্পতী পরে বিবাহিত হইলে বিবাহ-পূর্ব্বজাত সন্তানদিগকে ঔরস সন্তান বলিয়া পরিগণিত করে; এবং সেই সন্তান ঔরস সন্তানের সমুদায় স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরূপ করিলে পরিণয় অস্থির, আর গৌরব থাকে না। সেই জন্যে ইংলণ্ডে এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই।

ইংলণ্ডের বিধান মতে, জারজ সন্তানদিগকে মাতৃশূন্য এবং পিতৃশূন্য মনে করে। তাহারা যেন শূন্য হইতে পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই। উত্তরাধিকারের লালন পালন প্রভৃতি

জন্য পিতামাতার রক্ষণার্থ এবং পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করা ও জারজ সন্তানের কর্ত্তব্য। কিন্তু জারজ সন্তানগণের পিতামাতার উপর কোন অধিকার নাই, এবং পিতামাতারও তাহাদের উপরে কোন অধিকার নাই।

জারজ সন্তান সন্ততি পিতা মাতার ধনের উত্তরাধিকারী নহে। তাহারা স্বয়ং যাহা উপার্জ্জন করিবে কেবল তাহাতেই তাহারা অধিকারী, আর অন্যের ধনে তাহাদের কোন অধিকার নাই। জারজ সন্তানেরা যদি নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তর গমন করে, তাহা হইলে দেশের রাজা ভিন্ন অন্য কেহ সে ধনে অধিকারী নহে।

পিতামাতার যে উপাধি জারজ সন্তানগণের উপাধি সেরূপ নহে। অন্য লোকে তাহাদিগে যে উপাধি দ্বারা আহ্বান করে, সেই তাহাদের উপাধি।

ইংলণ্ডের বিধান সকল জারজদিগকে একবারে নিরাশ্রয় করে নাই। অন্ততঃ, সেরূপ দশ বয়স পর্য্যন্ত মাতাদিগকে জারজ সন্তানদিগের লালন পালন করিতে হইবে। এবং সে জারজসন্তানের

রূপ অন্যায়। অধিক বেতন না দিলে কেহ ভৃত্যত্ব স্বীকার করে না।

কেহ আপন ইচ্ছায় ভৃত্যত্ব গ্রহণ না করিলে, কোন ব্যক্তি তাহাকে বলপূর্ব্বক ভৃত্য করিতে পারে না। পরিচারকেরা বৎসর বৎসর এত টাকা বেতন লইব, এই পণে, অন্যের নিকটে নিযুক্ত হয়। পরিচারকেরা গৃহকর্ম্ম করে। পরিচারক ইচ্ছা হইলেই প্রভুর কর্ম্ম ছাড়িতে পারে না; এবং প্রভু ইচ্ছা হইলেই পরিচারককে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন না। প্রভু পরিচারককে ছাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা হইলে, তাহাকে এক মাস পূর্ব্বে তাহার সংবাদ দিতে হইবে; অথবা এক মাসের অগ্রিম বেতন দিতে হইবে; এবং পরিচারক প্রভুর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলে এক মাস পূর্ব্বে উঁহাকে জানাইতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার ভৃত্য দিগকে কৃষিভৃত্য বা মজুর ভৃত্য বলে। তাহাদিগকে গৃহকর্ম্ম করিতে হয় না। তাহাদিগকে কৃষিকর্ম্ম করিতে হয়, মজ

বস্ত্রবয়নযন্ত্র, প্রভৃতি ইংলণ্ডে যে বহুবিধ যন্ত্র আছে, তাহাদের কার্য্য করিতে হয়। ইহারাও, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহে, প্রতিমাসে বা প্রতি বৎসরে এত টাকা বেতন লইব এই পণে নিযুক্ত হয়; যদি নিযুক্ত করিবার সময়ে কোন স্পষ্ট কথা না থাকে, তাহা হইলে, এক বৎসর তাহাদিগকে বেতন দিতে হইবে।

তৃতীয় প্রকার ভৃত্যের নাম উপদেশ্য। ইহারা কোন ব্যবসা শিখিবার নিমিত্ত অন্যের নিকট কিছু কালের জন্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। প্রভু-দিগকে ইহাদের প্রতিপালন করিতে হয়, এবং যথাসাধ্য শিক্ষা প্রদান করিতে হয়।

যাহারা কোন আফীসে কেরাণী হয়, বা অন্য কোন স্থানে বেতন গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য করে, তাহারাও ভৃত্য। সামান্য পরিচারকদিগের ন্যায়, ইহাদের প্রভু, একমাসের বেতন দিয়া বা একমাস পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া, ইহাদিগকে কর্ম্ম-চ্যুত করিতে পারেন না।

যত দিন প্রভু ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত না করেন, এবং যত দিন ভৃত্য প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে,

৫। রিক্থস্বত্ব।

এক্ষণে রিক্থস্বত্বের পর্য্যালোচনা করিব।

রিক্থ দুই প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম।

যে সকল অচেতন পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, যে স্থানে অবস্থিত আছে, চিরকাল সেইখানেই থাকে, তাহাদিগকে স্থাবর রিক্থ বলে। যথা, ভূমি, জলাশয়, অরণ্য, দুর্গ, খনি, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার রিক্থের নাম জঙ্গম রিক্থ। যে সকল চেতন ও অচেতন পদার্থকে, যে খানে লইয়া যাও, সেই খানেই যায়, তাহাদিগকে জঙ্গমরিক্থ বলে; যথা, কুক্কুর, বস্ত্র, টাকা ইত্যাদি।

স্থাবর ও জঙ্গম রিক্থে যাঁহাদের অধিকার আছে, সেই সকল ধনস্বামীরা ইচ্ছা করিলেই, আপন আপন সম্পত্তি অন্যলোককে দান করিতে পারেন, এবং বিক্রয়ও করিতে পারেন। অন্যান্য-

ভিন্ন, সকলেই মৃত্যু সময়ে উইল করিয়া, আপন আপন ক্ষমতানুসারে, রিক্থ সমূহ অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করিতেপারে।

রিক্থ বিষয়ক সমুদয় কথা উপলব্ধি করা বহু-আয়াস-সাধ্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমার সে সব বিষয় জানিবার আবশ্যকতা নাই। কিরূপে স্থাবর ও জঙ্গম রিক্থের উত্তরাধিকার নির্ণয় হয়, তাহা বলিয়াই আমি এবিষয় হইতে ক্ষান্ত হইব।

প্রথমে, স্থাবররিক্থের উত্তরাধিকার লইয়া আলোচনা করিব। তাহার পরে জঙ্গম রিক্থের উত্তরাধিকার-নিরূপণ করিব।

স্থাবর দায়াধিকার নির্ণয়।

ধনস্বামী চরমলেখশূন্য হইয়া লোকান্তর গমন করিলে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্থাবর রিক্থের উত্তরাধিকারী হইবে, এক্ষণে তাহা নিরূপণ করিতেছি।

মৃতব্যক্তির স্থাবর রিক্থের উত্তরাধিকার বিষয়ে আটটী নিয়ম প্রচলিত আছে। সেই আট

নিয়মানুসারে স্থাবরধনের উত্তরাধিকারের ক্রম নির্ণয় হইয়া থাকে। সেই আটটী নিয়ম কি কি তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

যে ব্যক্তি স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করিয়াছে, অন্যের উত্তরাধিকারী হইয়া সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকেই আমরা রিক্থস্বামী বা ধনস্বামী বলিব।

১ম নিয়ম। ধনস্বামীর অব্যবহিত অপত্যগণ, তাঁহার স্থাবর রিক্থ প্রাপ্ত হইবে।

২। পুত্রসন্তান থাকিতে কন্যা সন্তানেরা কখনও উত্তরাধিকারী হইবে না।

৩। কোন ব্যক্তির একাধিক পুত্র সন্তান থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই তাঁহার উত্তরাধিকারী। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠদের পৈতৃক রিক্থে অধিকার নাই। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকিলে, কন্যাগণ তাহাদের পৈতৃক রিক-

ধের সমাংশভাগী। তাহারা সমান অংশে সেই ধন আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবে।

মনেকর, কোন একজন ধনস্বামীর উইলিয়ম্ এবং জন নামে দুই পুত্র, এবং সুসান ও ক্যাথ-রাইন্ নামে দুই কন্যা আছে। এস্থলে তৃতীয় নিয়মানুসারে কনিষ্ঠ জন্ তাঁহার পিতার স্থাবর বিষয়ের একাংশও প্রাপ্ত হইবেন না। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, তাঁহার ভগিনীরা ইঁহার অগ্রজ হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা পিতার ধনে অধিকারী নহেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা উইলিয়ম্ সেই সমুদয় ধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদি উইলিয়ম নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তর গমন করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় নিয়মানুসারে জন সেই বিষয়ের উত্তরাধিকারী। ভগিনীগণ এখনও সেই পৈতৃক ধনে অধিকারী নহেন। যদি জন আবার নিঃসন্তান হইয়া নামশেষ হয়, তাহা হইলে তৃতীয় নিয়মানুসারে ভগিনীগণ সমান অংশে সেই পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবেন।

৪। মৃতব্যক্তির স্বগোত্র অগ্রজেরা তাঁহার

প্রতিনিধিস্বরূপ হইবে ; অর্থাৎ তাঁহার অপ-
ত্যেরা তৎস্থানীয় হইবে।

উল্লিখিত উদাহরণে যদি উইলিয়মের একটী
পুত্র থাকিত, তাহা হইলে সেই পুত্র তাহার
পিতৃস্থানীয় বলিয়া উল্লিখিত সমুদয় ধনের অধি-
কারী হইত। তাহার পিতৃব্য জন, অথবা তাহার
পিতৃস্বসা সুসানা এবং কাথারাইন্, সেই ধন
অধিকার করিতে পারিতেন না। যদি আবার,
উইলিয়মের একটী পুত্র, এবং একটী কন্যা থাকিত,
তাহা হইলে তাহার ভ্রাতার অবর্ত্তমানে সেই কন্যা
সমুদয় পৈতামহিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার
পিতৃব্য অথবা পিতৃস্বসারা তাহা পাইতেন না।

৫। ধনস্বামীর অধস্তন অপত্যগণ নিঃশেষিত
হইলে, তাঁহার ঊর্দ্ধতন, আসন্নতর, পিতা পিতা-
মহ প্রভৃতি প্রজনকেরা, যথাক্রমে তাঁহার স্থাবর
বিভব প্রাপ্ত হইবে।

৬। সর্ব্বাগ্রে ধনস্বামীর পিতা, এবং পিতামহ
প্রভৃতি পিতৃক পুরুষদিগের পুংপ্রজনকেরাও

অথবা অন্য কোন একান্ত স্থানে, দেখিতে পাও তুমি তৎক্ষণাৎ সেই দ্রব্যকে আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পার। কিন্তু যদি কোনমতে জানিতে পার যে, সেই অশ্ব অমুক ব্যক্তির অশ্বশালায় বদ্ধ আছে; সে স্থলে তুমি স্বয়ং সেই অশ্বশালার দ্বার ভঙ্গ করিয়া আপনার অশ্ব গ্রহণ করিতে পার না; কারণ সেরূপ করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এস্থলে তোমাকে বিচারপতিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

পুনরধিকার—। সেইরূপ, যদি কেহ তোমাকে তোমার স্থাবর বিষয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তুমি স্বয়ং শান্তিভঙ্গ না করিয়া, সেই স্থাবর বিষয়ের পুনর্ব্বার অধিকার গ্রহণ করিতে পার।

কণ্টকের অপসারণ—। যদি কিছু অবৈধরূপে তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে, অথবা তোমার কোন ক্ষতি সম্পাদন করে, তাহার নামই কণ্টক। তাহা তু[illegible] স্বয়ং অপসারিত করিতে পার। যদি কেহ [illegible] গবাক্ষের নিকটে একাংশ অব্ধ প্রাচীর নির্মাণ [illegible] যে, তদ্দ্বারা তোমার গৃহে আলোক প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তুমি স্বয়ং শান্তিভঙ্গ না

হই; এবং আর যদি কাহারও সেই অপহর্তার নিকটে আমা অপেক্ষা অধিক টাকা পাওনা না থাকে, তাহা হইলে আমি, বিচারালয়ে নালিশ না করিয়া, অপহর্তার বিষয় হইতে, সর্বাগ্রে আমার টাকা তুলিয়া লইতে পারি।

উপরি উক্ত স্থল সমূহে অপহৃত ব্যক্তি বিচারালয়ে নালিশ না করিয়াও আপনি আপনার বস্তুর উদ্ধার করিতে পারে।

বিচারপতিদিগের সহায়তা গ্রহণ না করিয়াও, অপহৃত ব্যক্তি কোন্ কোন্ স্থলে আপনার বস্তু আপনি প্রত্যাহরণ করিতে পারে, তাহা বলিলাম। এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থলে অপহৃত ব্যক্তিকে, অপহৃত বস্তুর প্রত্যাহরণের নিমিত্তে বিচারপতিদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে; আপনি আপনার বিচার করিতে পারিবে না; বিচারালয়ে মকদ্দমা [illegible] করিয়া, অন্যায়গৃহীত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থিত হইবে, তাহা শ্রবণ কর।

স্মরণ করিয়া দেখ, স্বত্ব সকল চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। আমাদের, [illegible]-

স্বত্ব ও সমাজস্বত্ব। স্বত্বঘাত সকলকেও সেই অনুসারে বিভক্ত করা বিধেয়। ইহার মধ্যে সমাজস্বত্বঘাতকে অপরাধ বলে, এবং আত্মস্বত্বঘাত, গৃহপতিস্বত্বঘাত ও রিক্থস্বত্বঘাতকে, অপকার বলে। সমাজস্বত্বঘাতের কথা পরে বলিব; এখন কেবল আত্মস্বত্ব, গৃহপতিস্বত্ব ও রিক্থস্বত্ব বিষয়ক অপকার সকলের নিরূপণ করিতেছি।

১। আত্মস্বত্বঘাত—। আমি পূর্ব্বে আত্মস্বত্ব সমুদয়কে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; আত্মরক্ষাস্বত্ব ও আত্মস্বাতন্ত্র্যস্বত্ব। আত্মরক্ষাস্বত্ব, আবার চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। জীবনরক্ষা, অবয়বরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও খ্যাতিরক্ষা। যথাক্রমে সেই সমুদয়ের পর্য্যালোচন করিব।

জীবনবিষয়ক অপকার—। দুষ্ট লোকে অন্যের প্রাণসংহার করিতে পারে। কিন্তু অন্যের জীবন নষ্ট হইলে কেবল সংহৃত ব্যক্তিরই স্বত্বধ্বংস হইল, এমত নহে, দেশের সমস্ত লোকের স্বত্বঘাত হইল। অতএব এরূপ বিধ্বংসন, অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অতএব অপরাধের অবস্থায় সমস্ত

বিধিবাক্যেরও উল্লেখ করিব। এক্ষণে নিষেধবাক্যের বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

অবয়ববিষয়ক অপকার—। যদি কেহ, তোমার অঙ্গচ্ছেদ করিবে, তোমাকে প্রহার করিবে, এই ভয় দেখায়, এবং তাহাতে অত্যন্ত ভয়াতুর হইয়া যদি তুমি কোন কার্য্য করিতে না পার, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে ঐরূপ ভয় দেখাইল, সে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে অপকার করিল। যদি কেহ তোমাকে আক্রমণ করে, প্রহার করে, অথবা তোমাকে অন্য কোন প্রকারে আঘাত করে, তাহা হইলে ঐরূপ আচরণকারী তোমার অবয়ব বিষয়ে অপকার করিল। তুমি অপকারীর নামে নালিশ করিয়া, ঐরূপ অপকার করাতে তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে পার।

স্বাস্থ্যবিষয়ক অপকার—। যদি কেহ, ইংলণ্ডবাসী কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি করে, সে দণ্ডনীয় হইবে। মনে কর ক নামে একজন, খ নামে আর একজনকে এক অতি অপকৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য বিক্রয় করিল। তাহা আহার করিয়া খয়ের

স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। সেরূপ স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়াতে খয়ের যে ক্ষতি হইল, কর নামে নালিশ করিয়া খ তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারে। যদি ক খয়ের গৃহের নিকটে কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করে, এবং সেই দুর্গন্ধ দ্রব্যের পূতিগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া খয়ের গৃহ পার্শ্বস্থ বায়ুরাশি দূষিত করে, ও তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহা হইলে ক খয়ের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে। যদি কোন চিকিৎসক অবহেলা করিয়া, অথবা অনভিজ্ঞতাহেতু ক নামে কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি কারক, ক চিকিৎসকের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে।

খ্যাতিবিষয়ক অপকার—। যদি ক বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া খর মিথ্যাপবাদ করিয়া বেড়ায়; অথবা লেখদ্বারা, চিত্রদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে, খর মিথ্যা-কলঙ্ক প্রকাশ করে; এবং খর যদি বাস্তবিক তাহাতে কোন হানি হয়, ও যদি তাহাতে খর সকল লোকের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইবার সম্ভাবনা থাকে; তাহা হইলে খ কয়ের নামে ক্ষতিপূরণের জন্যে নালিশ করিতে পারে। যদি

ক, একজন চিকিৎসককে কিংবৈদ্য অর্থাৎ বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ; একজন ব্যবহারাজীবকে কূটকার অর্থাৎ প্রবঞ্চক; ও একজন পণ্যাজীবকে (সওদাগরকে) ঋণশোধনাক্ষম অর্থাৎ দেউলিয়া, বলিয়া তাহাদের কলঙ্ক রটাইয়া দেয়, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তিগণ কর নামে ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে। কিন্তু ক যদি আবার, তাহারা বাস্তবিক সেই সেই অপগুণযুক্ত, ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে, ক দোষমুক্ত হইবে। যদি কেহ লেখদ্বারা, চিত্রদ্বারা তোমার মিথ্যাপবাদ করে, তাহা হইলে তাহা যেমন অপকাররূপে পরিগণিত হয়, তেমনি অপরাধরূপেও নিরূপিত হয়। মৌখিক কুৎসা কখন অপরাধরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। ক খকে পারদারিক বলিয়া নিন্দা করিলে কর দণ্ড হইবে না।

আত্মস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে অপকার—। যদি ক অন্যায় করিয়া খকে বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে খ কর নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে।

২। গৃহপতি স্বত্বঘাত—। যদি ক, বলে ছলে বা কৌশলে খর পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাঁহার সতীত্ব নাশ করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাঁর অবমাননা করে, তাহা হইলে ক খর নামে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে।

পিতা সন্তানগণের প্রভুস্বরূপ, অতএব যদি ক খয়ের কন্যাকে সন্মার্গ ভ্রষ্ট করায়, অথবা ক খয়ের কোন সন্তানকে প্রহার করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাহার প্রতি অসদাচরণ করে, তাহা হইলে, খয়ের "ক আমার মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে" এই বলিয়া কর নামে নালিশ করিবার সামর্থ্য আছে। সেরূপ মর্য্যাদা ব্যতিক্রম হেতু খয়ের যে হানি হইয়াছে, ককে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

যদি ক খয়ের রক্ষ্যকে অপহরণ করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাহার ধর্ষণ করে, তাহা হইলে খ কয়ের নামে মর্য্যাদা ব্যতিক্রমের নালিশ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে।

যদি ক খয়ের বেতনগ্রাহী ভৃত্যকে আপন

কর্ম্মে নিযুক্ত করে, বা লোভ দেখাইয়া প্রভুর কর্ম্ম পরিত্যাগ করায়; অথবা ভৃত্যকে প্রহার করে, বা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে খ কয়ের নামে নালিশ করিয়া আপনার ক্ষতি-পূরণ করিয়া লইতে পারে।

৩। রিক্থস্বত্বঘাত—। রিক্থস্বত্ব দুই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছি। স্থাবর রিক্থস্বত্ব ও জঙ্গম-রিক্থস্বত্ব। রিক্থস্বত্বঘাতও দুই প্রকার; স্থাবর-রিক্থ-স্বত্বঘাত, এবং জঙ্গমরিক্থ-স্বত্বঘাত। যথাক্রমে তাহাদের নিরূপণ করিতেছি।

স্থাবররিক্থ-স্বত্বঘাত। ভূমিচ্যুতি—। যদি ক খকে তাহার নিজস্ব ভূমিখণ্ড প্রভৃতি স্থাবররিক্থ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আপনি তাহা অধিকার করিয়া লয়, তাহা হইলে, খ বিচারপতিদের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া, এবং শান্তিভঙ্গ না করিয়া, হয় স্বয়ং সেই ভূমিখণ্ড পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া লইবে, নয় অপকারীর নামে নালিশ করিয়া তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া লইবে।

মর্য্যাদা ব্যতিক্রম—। যদি ক অথবা তাহার

পশু সমুদয় খয়ের বিনানুমতিতে, খয়ের ভূমিতে প্রবেশ করে, অথবা খয়ের অন্য কোন স্থাবর-রিক্থ বিষয়ে কোন অপকার করে, তাহা হইলে ক খয়ের নামে নালিশ করিয়া ক্ষতিকারক দ্বারা আপনার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে।

কণ্টক—। কণ্টক কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি যদি ক কোন রূপে খকে বিরক্ত করে, অথবা খয়ের অন্য কোন অনিষ্ট করে, তাহা হইলে খ ইচ্ছা হইলে স্বয়ং সেই বিরক্তিজনক দ্রব্যকে অপসারিত করিতে পারে, অথবা বিচারালয়ে অনিষ্টকারীর নামে ক্ষতি পূরণার্থে নালিশ করিতে পারে। যদি ক খয়ের গৃহের নিকটে শূকর অথবা অন্য কোন ইতর জন্তু রক্ষিত করে, এবং যদি তাহাদের দুর্গন্ধে গৃহে তিষ্ঠানা না যায়, তাহা হইলে খ হয় স্বয়ং সেই অনিষ্টজনক জন্তুগণকে তাড়াইয়া দিতে পারে; নয় বিচারপতিদিগের নিকটে আবেদন করিয়া, সেই সকল ইতর জন্তুকে দূর করিয়া দিয়া খ দ্বারা আপনার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে।

অপচয়—। মনে কর ক, খর নিকট হইতে,

খয়ের এক খণ্ড ভূমি বৎসর কয়েকের নিমিত্ত ভাড়া করিয়া লইয়াছে। যদি ক, সেই ভূমিস্থ কোন পুরাতন বৃক্ষ পাতিত করে, অথবা ভূমিস্থ কোন গৃহের কোনরূপে নাশ করে, তাহা হইলে খ কর নামে ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে।

ব্যবকলন—। মনে কর, খয়ের প্রতি কয়ের কোন কর্ত্তব্য আছে; এবং মনে কর খয়ের নিকটে খাজনা পাওনা আছে; এস্থলে যদি ক কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করে, অথবা প্রাপ্য খাজনা না দেয়, তাহা হইলে খ কয়ের নামে নালিশ করিতে পারে।

বাধা—। যদি ক খকে তাহার স্থাবর রিক্থ সংশ্লিষ্ট স্বত্বসমূহের নিষ্কণ্টকে ভোগ বিষয়ে কোন বাধা দেয়, তাহা হইলে খ কয়ের নামে ক্ষতিপূরণার্থে নালিশ করিতে পারে। মনে কর খয়ের একটী বাজার আছে। যদি ক তাহার নিকটে আর একটী বাজার বসাইয়া, খয়ের বাজার ভাঙিয়া আনে, তাহা হইলে খর তাহাতে যে ক্ষতি হইল, খ কর নামে নালিশ করিয়া তাহা পূরিত

করিতে পারে। মনে কর কয়ের ভূমির উপর দিয়া খয়ের ভূমিতে যাইবার এক পথ আছে। ক যদি সেই পথ বন্ধ করে, তাহা হইলে খয়ের বড় অসুবিধা হয়। এস্থলে খ কয়ের নামে নালিশ করিয়া পুনর্ব্বার সেই পথে যাইতে পাইবে।

জঙ্গমরিক্‌থ স্বত্বঘাত ॥ অবৈধ গ্রহণ—। যদি কেহ অন্যের কোন দ্রব্য অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তি অনিষ্ট-কারীর নামে অভিযোগ করিয়া, সেই দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে ; এবং সেইরূপগ্রহণ করাতে তাহার যে ক্ষতি হইয়াছিল, ক্ষতিকারকদ্বারা তাহা পূরিত করিয়া লইবে।

অবৈধ রোধ—। মনে কর ক খয়ের নিকট হইতে একটী অশ্ব দিন কতকের জন্য ভাড়া করিয়া লইল। এস্থলে অশ্বগ্রহণ বিধিসম্মত; কিন্তু নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলেও যদি ক খকে তাহার অশ্ব প্রত্যর্পণ না করে, আপনার নিকটে রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে সেরূপ রোধ অবৈধ। খ কয়ের নামে অভিযোগ করিয়া, সেই অশ্ব

ফিরিয়া পাইবে, এবং সেরূপ অবৈধ রোধ করাতে খয়ের যে ক্ষতি হইয়াছিল, ক তাহাও পূরিত করিয়া দিবে।

যদি ক কোন কর্ম্ম করিবে বলিয়া, খয়ের নিকটে মুখে প্রতিজ্ঞা করে, অথবা লেখা পড়া করিয়া দেয়, এবং পরে যদি ক সেই কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে খ কয়ের নামে নালিশ করিয়া সেই অঙ্গীকার পালন করাইয়া লইবে; আর যদি সেই অঙ্গীকার পালন করাইবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে ককে খয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে দিতে হইবে।

এস্থলে আমার ইহাও বক্তব্য যে স্থাবর রিক্থ বিষয়ে ও জঙ্গমরিক্থ বিষয়ে কেহ কোন অপকার করিলে, অপকৃত ব্যক্তিকে যথাক্রমে কুড়ি ও ছয় বৎসরের মধ্যে অপকারীর নামে অভিযোগ করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ স্থলে বিচারালয়ে নালিশ করিয়া আপনার নষ্ট স্বত্বের উদ্ধার হয়, তাহা শ্রবণ করিলে, এক্ষণে অপরাধের নির্ণয় করিব।

৬। অপরাধ।

যে কোন স্বত্বঘাত, দেশবিধি সমূহের প্রতিকূলে বিহিত হইয়া, দেশস্থ সমুদয় লোকের অনিষ্ট সম্পাদন করে, তাহার নামই অপরাধ। অপরাধ সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজদ্রোহ, আতভায়িতা, ও উপাপরাধ। কোন্ কোন্ অপরাধ কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা ক্রমে নিরূপণ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে রাজদ্রোহ কাহাকে বলে তাহার নির্ণয় করিব।

রাজদ্রোহ—। যদি কেহ বিদ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া দেশস্থ রাজাকে, রাজমহিষীকে, অথবা জ্যেষ্ঠ-রাজকুমারকে, বধ করে, বধ করিবার চেষ্টা করে, অস্ত্রাহত করে, কারারুদ্ধ করে, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিবার প্রয়াস পায়; আর যদি কেহ কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত সংগ্রাম করে, ইংলণ্ডস্থ শত্রুবর্গের সহায়তা করে, অথবা দেশের তন্ত্রস্থিতি উন্মূলিত করিবার উপক্রম করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবে; এবং তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

বিদ্বেষবধ—। কেহ দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া অন্যের প্রাণ সংহার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

প্রমাদ-বধ—। বিদ্বেষশূন্য, আকস্মিক, অনিচ্ছাকৃত, নৃহত্যার নাম প্রমাদ-বধ। প্রমাদ-বধের অবস্থা ভেদে দণ্ডের তারতম্য হয়। যদি প্রমাদ-ঘাতক প্রমাণ করিতে পারে যে, সে দ্বেষ-পরবশ হইয়া হত ব্যক্তির প্রাণসংহার করে নাই; অকস্মাৎ ক্রোধদীপ্ত হইয়া, মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করিবামাত্র তাহার প্রাণ নাশ হইয়াছে, তাহা হইলে প্রমাদ-ঘাতকের কোনমতে প্রাণদণ্ড হইবে না। স্থল বিশেষে দণ্ডের ন্যূনাধিক্য হয়।

আত্মহত্যা—। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তাহার সমুদয় রিক্থ রাজভাণ্ডারসাৎ হয়।

বধোদ্যম—। যদি কোন ব্যক্তি, গুলিকাক্ষেপ দ্বারা, বিষ দ্বারা, অথবা অস্ত্রাঘাত দ্বারা, কোন মানুষের প্রাণবিনাশ করিবার উপক্রম করে, তাহা হইলে অপরাধী আততায়ীরূপে গৃহীত হইবে, এবং তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার প্রাণদণ্ড হয় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অন্যবধোদ্যত ব্যক্তি তৈল দ্বারা তাৰ্জ্জিত হইত।

কেহ, অঙ্গহীন বা অঙ্গবিকৃত করিবার মানসে কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রাঘাত করিলে; তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলিকাক্ষেপ, অথবা কোন আশু-দাহ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে; বিচারপতির ইচ্ছা হইলে সেই দোষী ব্যক্তির প্রতি কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রমের অনুমতি করিতে পারেন, অথবা তাহাকে কিছুকালের জন্যে আপরাধিক দাসত্ব অর্থাৎ জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে আজ্ঞা করিতে পারেন।

বলাৎকারাতিগম—। বলাৎকার পূর্ব্বক কাহা-রও সতীত্ব নষ্ট করিলে, পূর্ব্বে এই নরাধমের প্রাণদণ্ড হইত, এখন তাহাকে আপরাধিক দাসত্ব ভোগ করিতে হয়।

প্রসভহরণ অর্থাৎ ডাকাইতি—। যদি কেহ বলপূর্ব্বক, অথবা বলাৎকারে ভয় দেখাইয়া, অন্যের কোন দ্রব্য অপহরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে হয় কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, নতুবা জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

সন্ধং গৃহভেদ অর্থাৎ সিঁধচুরি—। যদি কেহ

রাত্রি নয়টা হইতে প্রাতঃকাল ছয়টা পর্য্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে, দস্যুর জন্য অপহরণ করিবার মানসে কাহারও গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত করে, গৃহভিত্তি ভেদ করে; অথবা যদি কেহ কোন-রূপে কাহারও গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, গৃহস্থ দ্রব্য সামগ্রী আত্মসাৎ করে ও গৃহচ্ছেদ করিয়া বহির্গত হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে কারাবাস করিতে হইবে, কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এবং জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

দিবা গৃহভেদ—। দিনের বেলায় একপ অপরাধে অপরাধী হইলে, [illegible] কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস করিতে হইবে।

কূটচ্ছেদ—। যদি কেহ ব্যাঙ্কনোট, চেক, উইল, সই মোহর প্রভৃতি জাল করে, অথবা প্রতারণা মানসে বিশেষ কারণে কোন প্রকৃত লেখার কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করে, তাহার দৈহিক দণ্ড হইবে।

[illegible]—। জাল [illegible] যে ব্যক্তি তাহা প্রস্তুত [illegible]

প্রচলিত করিবার চেষ্টা পায়, সে ঐরূপ দণ্ডভোগ করিবে।

বহুবিবাহ—। পতি অথবা পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে, যদি কেহ পুনর্ব্বার বিবাহ করে, বিচারপতিরা তাহাকেও উক্তরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিতে পারেন।

মনুষ্যচৌর্য্য অর্থাৎ [illegible]—। মনুষ্যের অর্থলোভে মত্ত হইয়া, অন্য হইতে দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করার নিমিত্ত মনুষ্যকে বলাৎকার পূর্ব্বক এই গর্হিত কর্ম্ম আরম্ভ করিলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু বলাৎকার পূর্ব্বক এরূপ দুষ্কর্ম্ম না করিলে, অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে না, তাহাতে কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস অথবা আনুষঙ্গিক শারীরদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অগ্নি-দান—। কেহ অন্যের ঘরে, গোলাতে, অথবা তৃণস্তূপে, অগ্নিপ্রদান করিলে, তাহার প্রতি বিচারপতিরা আপরাধিক দাসত্ব ও কারাবাস এ দুয়ের অন্যতর দণ্ড অনুমতি করিতে পারেন।

ষড়যন্ত্র—। কোন অবৈধ কার্য্যের, অথবা অবৈধ উপায়ে, কোন বৈধ কার্য্যের, আচরণ করিবার নিমিত্ত দুই অথবা বহুলোকে সমবেত হইলে, তাহাদেরও ঐরূপ দণ্ড হইবে।

কূটমুদ্রা-চালনচেষ্টা—। দণ্ড কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রম।

লেখ-কলঙ্ক-প্রচারণ—। যদি কেহ লেখদ্বারা, চিত্রদ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে, অন্য কাহারও মিথ্যাপবাদ করে, তাঁহার প্রতি হয় কারাবাসের, নয় অর্থদণ্ডের, নতুবা কারাবাস-ও-অর্থদণ্ডের অনুমতি হইবে।

কেহ দ্যূতক্রীড়া করিলে, দ্রব্যের উচিত শুল্ক প্রদান না করিলে, এবং কূটতুলার ব্যবহার করিলে, সে ব্যক্তিও উপাপরাধকর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং অবস্থাভেদে তাহাকে হয় অর্থদণ্ড দিতে হইবে, নয় কারাভোগ করিতে হইবে, নতুবা অন্যপ্রকার লঘু দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

[illegible] কোন অপরাধ [illegible] করিবার উদ্যোগ করিলেও তাহা [illegible]

এস্থলে তোমার স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে বিচারপতিরা অপরাধীর প্রতি দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলে পর রাজা মনে করিলেই তাহাকে দণ্ডমুক্ত করিতে পারেন।

বৎস! আজি আর একটী কথা বলিয়াই আমাদের কথোপকথন শেষ করিব।

ইংলণ্ডে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা সকলের অবধারণ করিবার নিমিত্ত চারিটী সর্ব্বপ্রধান বিচারগৃহ আছে। "কোর্ট অব্ এক্স্চেকর," "কোর্ট অব্ কমন্ প্লিজ্," "কোর্ট অব্ কুইন্স্ বেঞ্চ" এবং "কোর্ট অব্ চান্সরি"।

"কোর্ট অব্ চান্সরি" কেবল 'একুইটি' অর্থাৎ ন্যায় বিষয়ক মকদ্দমাতে হস্তক্ষেপ করে। এই ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতিকে "লর্ড চান্সেলর" কহে। তাঁহার বার্ষিক বেতন, এক লক্ষ টাকা। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড চান্সেলরের পদ অপেক্ষা অধিক গৌরবযুক্ত উচ্চ পদ আর নাই। ইহাঁর বিচারালয়ের মকদ্দমা করিবার নিমিত্ত আর কত জন সহকারী নিযুক্ত আছেন।

তাঁহাকে বিপক্ষে যুদ্ধযোগাড়ি চেষ্টা করিতে তিলমাত্র ত্রুটি করেন নাই। বাদশাহ, ইংরেজ-দের বিনয়বাক্যে তুষ্ট হইয়া, বার্ষিক কর নির্দ্ধারিত করিয়া, সুতানটীর যে স্থানে ইংরেজদের কুঠী অবস্থিত ছিল, সেই স্থান টুকু, ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে, তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। ইংরেজেরা এই অবসর পাইয়া, সেই স্থানে 'ফোর্ট উইলিয়ম্' নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিল; এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার পর তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদয় ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। এখন সেই স্থান সকল কলিকাতা নামে খ্যাত হইয়াছে। কলিকাতার মত কোন নগরই অল্প শতাব্দীর মধ্যে এরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। কলিকাতাকে এখন সকলে 'প্রাসাদ নগর' বলে।

এই রূপে "ফোর্ট উইলিয়ম," "ফোর্ট সেন্ট জর্জ" এবং বম্বে, এই সকল স্থানে ইংরেজেরা অধিষ্ঠিত হইলেন। প্রথমে এই তিন স্থান পৃথক্ [illegible]
[illegible]
[illegible]

কি ইংরেজ, কি অন্য জাতি, সকল ব্যক্তিই এখন এই সভাতে সামাজিক আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন। সামাজিকেরা কেবল দুই বৎসর কাল স্ব স্ব সামাজিকপদে থাকিতে পারিবেন। এই সামাজিকেরা যাহা আইন বলিয়া নির্দ্ধারিত করিবেন, তাহাই দেশের প্রচলিত আইন হইবে। কিন্তু এই সভাতে যাহা আইন হইবে বলিয়া স্থির করিবেন, গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুর তাহাতে সম্মতি না দিলে তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অত্যন্ত আবশ্যক হইলে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, কাহারও অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং যে কোন আইন করিতে পারিবেন।

মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শাসন করিবার নিমিত্ত, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের অধীনে, এক এক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগকে "গবর্ণর" বলে। এ সকল কার্য্যে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের এক এক সভা আছে। তাহাদের কৌন্সিল বল

তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ। যুবকবর্গ! তোমা-
দের উপর কিরূপ ভার অর্পিত আছে, তাহা
একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। বহুশতাব্দীর
পুঞ্জীভূত হইয়া তমোগুণ হইতে, সমাজকে
উৎপাটিত করিতে হইবে—তোমাদিগকে ভারত-
ভূমির পুনরুজ্জীবন করিতে হইবে। তোমরা
যদি মনোবৃত্তি সকলকে সম্মার্জ্জিত না কর,
তোমরা যদি শরীর সবল করিতে চেষ্টা না পাও,
তাহা হইলে কোন মতে হিন্দুবংশের নাম রাখিতে
পারিবে না। তোমরা সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ কর
নাই—তোমরা আর্য্যবংশসম্ভূত। সেই কালের
আরম্ভে, ইংলণ্ডের ত কথাই নাই, যখন মিশর-
দেশীয় বৃহদাকার অত্যুচ্চ স্তম্ভ সকল, নীল-
নদের প্রতি অবনত মুখ হইয়া বাস করে নাই—
যখন অধুনাতন সভ্যজগতীয় আদর্শ স্বরূপ গ্রীস
দেশ সূতিকাগৃহে ছিল,—যখন সর্ব্বজনবিদিত
হানিবল-পরিবর্দ্ধিত কার্থেজ, যশঃক্রীড়া করিত
—যখন বিশ্বজয়ী রোমও মাতৃগর্ভে ছিল,
তাহার পূর্ব্বেও আমাদের ভারতভূমি সৌভাগ্য-
শালী হইয়াছে, প্রকাশিত করিয়াছে, সর্ব্বত্র-

হা অন্ধ বসুন্ধরে! তোমার প্রিয়তম তনয়াকে বিধবা ও কাঙ্গালবেশা দেখিয়া, তোমার কি কিছু কষ্ট হইতেছে না? একবার স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার দৌহিত্রদের পূর্ব্বেই বা কিরূপ সমৃদ্ধি ও আধিপত্য ছিল, এখনই বা কিরূপ হইয়াছে। এককালে কালিদাস, ভবভূতি; আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য; বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য; গৌতমদেব, দ্বৈপায়ন; যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র; অর্জ্জুন, কর্ণ; বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত; চাণক্য, কামন্দক প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়, মহাবীর, মহোদয়গণ, তোমার এই জনার গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করিয়া, মহা মহা অবদান সম্পাদিত করিয়া, এই পুণ্যভূমি ভারতভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এককালে এই দেশ হইতেই সভ্যতাকিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল; একদালে দিগ্দিগন্তস্থিত অসুরকাল পুরুষেরা, আমাদের নিকট হইতেই রাজনীতি শিক্ষা করিত, যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করিত, এবং সামাজিক আচার ব্যবহার সকলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। এখন আর তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া, এবং প্রমাদশয্যায়

শাসিত হইয়া, ইহারা কেবল অন্যের পদাশ্রিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এখন উহারা অধ্যবসায়কে বিস্মরণ করিয়াছে, এবং আত্মপরিচিতি, বালসুলভ অলীক আমোদের আদর করে না। এবং কেবল তাহারা বাগাড়ম্বরপরায়ণ হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। উঃ! এ সকল স্মরণ করিলে আমাদের সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বতন রোম, এবং ইদানীন্তন অবস্থা স্মরণ করিলে কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় না বিদীর্ণ হয়!

হা জননি! কেন তুমি এরূপ রূপবতী, এরূপ মধুরাকৃতি হইয়াছিলে? কেন তুমি এত সম্পত্তি এবং এত ঐশ্বর্য্যের প্রসূতি হইয়াছিলে? সেই জন্যেই ত পদে পদে তোমার এত বিপত্তি ঘটে! তাই জন্যেই ত বিদেশস্থ নরপতিরা লোলজিহ্ব হইয়া, গৃধ্রের ন্যায়, ব্যাঘ্রের ন্যায়, তোমার আমিষ ভক্ষণে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে। তুমি যদি সেই স্থানের মত, যেখানে প্রচণ্ডসূর্য্যকিরণোত্তাপিত, উৎকট-ঘূর্ণা-বাত্যোত্থিত বালুকারাশি, অনবরত চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে,

সেই আফ্রিকাদেশস্থ সাহারা মরুভূমির ন্যায়, ফলহীন, জলহীন, এবং তৃণশূন্য হইতে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই স্মিতবিকসিত আননে তোমার নিকটে আসিয়া, তোমার প্রশ্রয় পাইয়া, তোমার সর্ব্বনাশ করিত না। যদি তুমি লাপ্‌লাণ্ড দেশের ন্যায় চিরদিন তুষাররাশিপরিবৃত থাকিতে, তাহা হইলেও কেহই তোমার সমীপবর্ত্তী হইত না। তাহা হইলে তোমার সন্তানদিগকে কোনকালেই স্বাতন্ত্র্যসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইত না। এখন ভাগ্য করিয়া মান, যে এখন যাঁহারা তোমার উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শাসন-প্রণালী-সুখীকৃত ব্রিটানিয়া দেবীর বংশোদ্ভব! পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাপাত্মাদের মত, তাঁহারা তোমার সহিত ব্যবহার করিবেন না। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন বলিয়া, আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব কেন? কেন আমরা আমাদের আলস্যপূর্ণ ভ্রাতৃগণের ন্যায় মিছা কথায় কালক্ষেপ করিব।

অগ্রসর হও। মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর।

পশ্চাৎ আর দৃষ্টিক্ষেপ করিও না। সমুদ্র উদ্বেল হইয়া পৃথিবীকে উদরস্থই বা করুক,—প্রলয়পর্জ্জন্য সকল একত্রীকৃত হইয়া, ঘোরতর সিংহনাদই বা করুক—পৃথ্বীতলস্থ গন্ধকখনিসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইয়া ভূতধাত্রীকে দগ্ধাবশেষই বা করুক—পৃথিবী কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া সৌরজগৎকে ছিন্ন ভিন্নই বা করুক, তথাপি কোন মতে স্খলিতপাদ হইও না। আপনার লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হও। বৃথা-অরণ্যরোদনে ফল কি? "তে নির্যান্তু ময়া সহৈকমনসো যেষামভীষ্টং যশঃ"*। এস আমরা অনন্য-ব্যাসক্ত হইয়া, এবং নিথ্যাশাশঙ্কা-শঙ্কিত না হইয়া, আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তি উৎকর্ষিত করি, শরীর সবল করি, মন উন্নত করি, তাহা হইলেই আমাদের দেশ সকল দেশের শিরোরত্ন হইবে, তাহা হইলেই আমাদের দেশে ঐরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত হইবে, তাহা হইলেই আমরা ঐরূপ রাজ্যস্থিতি নিবন্ধন অবিচ্ছিন্ন সুখ

* যাহাদের কীর্ত্তিলাভের বাসনা থাকে, তাহারা আমার সহিত বহির্গত হউক।

ভোগ করিয়া ইংরেজ মহাজনদিগের গুণোৎ-কীর্ত্তন করিতে করিতে আপনাদের মাহাত্ম্য বিস্তার করিব ; এবং তাহা হইলেই আমরা ইংরেজদের প্রসাদে স্বাধীনতার কিরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহা অনুভব করিতে পারিব।

সম্পূর্ণ

A
BRIEF SURVEY
OF THE
ENGLISH CONSTITUTION,
IN THREE PARTS.

BY
RAJKUMAR SARBADHIKARI
AND
Revised by
BABOO RAMAPRASAD ROY

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরাজকুমার সর্ব্বাধিকারি প্রণীত।
শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় সংশোধিত

Calcutta:
THE PRESIDENCY PRESS.
1862.

Appointed by the Senate

OF THE

CALCUTTA UNIVERSITY

FOR

THE EXAMINATIONS

OF

1863.

Part I. For Entrance.
Part II. For First Examination in Arts.
Part III. For B. A. Examination.

উইলিয়ম্, এস্, সিটন্ কার্ সাহেব

মহোদয় সমীপেষু

সাদরসম্ভাষণম্

রাজপুরুষগণের মধ্যে আপনি বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে এবং বঙ্গদেশবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে, আপনি একান্ত যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব আপনার উদ্দেশেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি উৎসর্গীকৃত হইল। ভারতবর্ষবাসীদিগের জগদীশ্বরের নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা এই, যেন আপনার মত সকল রাজপুরুষেরাই এ দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, ভারতভূমির মঙ্গল বিধানে সঙ্কল্প করেন।

প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজি পর্য্যন্ত এদেশস্থ অনেকেই ইংলণ্ডের বল, বীর্য্য, সাহস, পরাক্রম, সমৃদ্ধি, মাহাত্ম্য ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে কিছু মাত্র জানেন না; অধিক কি ইংরেজেরা কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন, ইহাও অনেকে বিদিত নহেন। এই সকল অবগত না থাকায় মধ্যে মধ্যে নানা অনর্থ ঘটিয়া

থাকে। এই সকল বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ না জানিয়াই বিদ্রোহীদিগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তা-হারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, ভারতবর্ষস্থ ইংরেজদিগকে দূর করিয়া দিলেই তাহারা কৃতকার্য্য হইবে। তাহাদের এইরূপ ভ্রম না থাকিলে কত শত বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা ছিল।

আমাদের দেশের অজ্ঞানান্ধ লোকদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবার নিমিত্তই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী ঘটিত অন্যান্য বিষয় প্রচারিত হইবে।

আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী আমার পরামর্শানুসারে এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করি-য়াছেন। তিনি এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে গ্রন্থ খানি সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রচারিত হইলে, এবং ইহাতে সাধারণের উপকার দর্শিলে, আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হয়।

কলিকাতা,
২০শে জুন, ১৮৬১। } শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।

শুদ্ধিপত্র।

পৃ ।	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১ ।	১২	পীড়িত ।	পীড়িত
৭৯ ।	১	ইহার	ইহারা
৮৪ ।	৯	‘বিধান	‘বিধান’
৯৮ ।	১৭	কুইন্স্ বেঞ্চ্ নামক	কুইন্স্ বেঞ্চ্ ও কমন্ প্লিস্ নামক
১০২ ।	৫	অপরাধে	অপরাধ
১৩৪ ।	১২	জননী; কজন	জনক, জননী ;
১৪০ ।	১	স্বত্বঘাতকের	স্বত্বঘাতে
১৪৪ ।	১৩	সেই সমুদায়ের	সেই সমুদায় স্বত্ব বিষয়ক অপকারের
১৪৬ ।	১৬	প্রকাশ	প্রচার
১৪৬ ।	১৭	হানি হয়, ও	হানি হয়, অথবা হানি হইবার, কিংবা

১৪৭ । ১৫	কারিলে কর,	করিলে, এবং পর তাহাতে বাস্তবিক কোন হানি না হইলে,
১৫৮ । ১৩	তাহাতে	তাহাকে
১৫৯ । ১৪	নিহ্ববাপহার	নিহ্নবাপহার
১৬৪ । ১২	কমন্ প্লিস্	কুইন্স্ বেঞ্চ্
১৭৪ । ৭	সেই স্থানে	স্তম্ভটী রক্ষিত
১৭৪ । ১১	কলিকাতার	সেণ্ট্ পিটর্সবর্গ ভিন্ন কলিকাতার
১৯৫ । ৫	[illegible]	করুক